Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

মজমুআয়ে সালাওয়াতে রসূল (ﷺ)

পরিচিতি

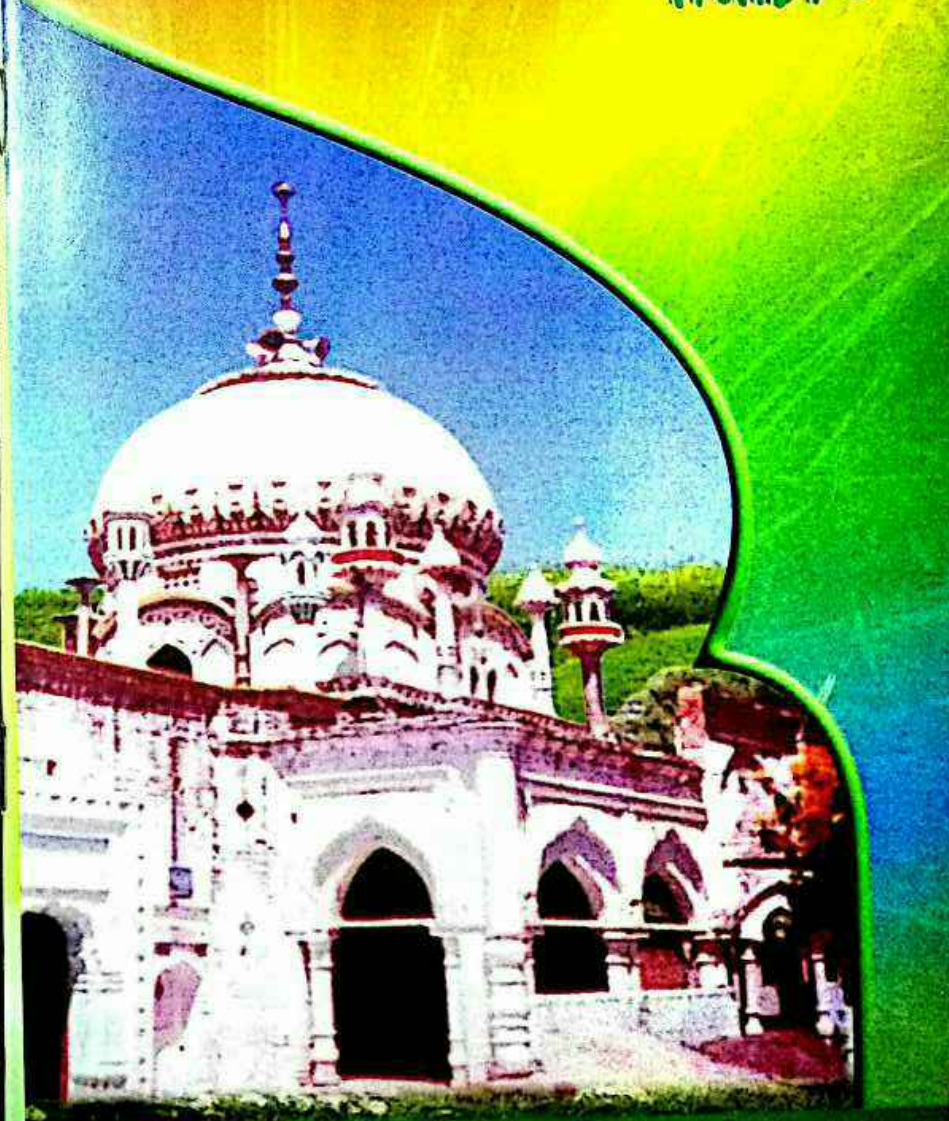

হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

الخادم لهذا الكتاب
محمد عبد القادر
أطالب للجامعة الأحمدية السنية العالية

পরিশিষ্ট

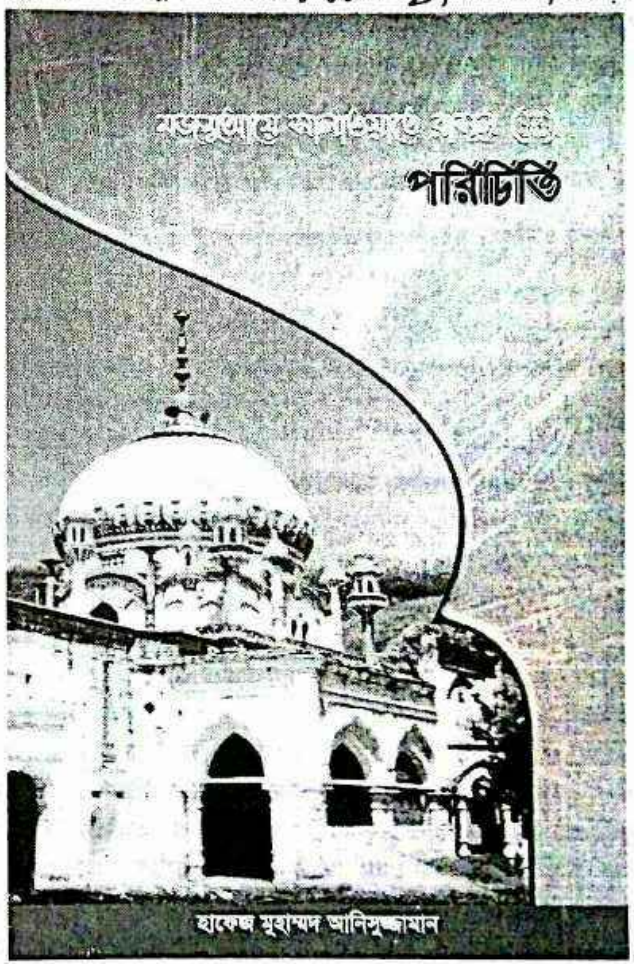

হাকেজ মুহাম্মদ আলিমুজ্জামান

মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (ﷺ) পরিচিতি

গ্রন্থনা : হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান
আরবী প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
খতিব, হযরত খাজা গরীবউল্লাহ্ শাহ্ (রহ.) মাযার জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও নিরীক্ষা : হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফ্তি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
অধ্যাপক, ফিক্হ বিভাগ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
খতীব, হযরত মোহছেন আউলিয়া (রহ.) দরগাহ্ শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল : ১ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

কপি সংখ্যা : ১০০০ (এক হাজার)

মুদ্রণ : শব্দনীড়, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রকাশক : তাহিয়া প্রকাশনী, কুলগাঁও, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০ (চল্লিশ) টাকা

সর্বস্বত্ব : গ্রন্থকার

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখকের কথা

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম।

আল্লাহ্ তায়ালার অসীম কৃপা, মাজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হলেও সামান্য খেদমতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তাঁর কাছে যার পর নাই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্র নবীর দুয়ারেও জানাই সশ্রদ্ধ তাসলীম ও অসংখ্য দরূদ। তাঁরই দরুদের সওগাত খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র মহান এ কিতাব সম্পর্কে দুয়েকটি ছত্র লিখতে পারা জীবনের এক মহা সৌভাগ্য বলে মনে করছি।

এমনিতে ইবাদত হিসেবে দরূদ শরীফের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। বুযুর্গানে দ্বীন ফাযায়েলে দরূদ এর উপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তবে ত্রিশ পারার আঙ্গিকে এমন কিতাবের নজীর বিশ্বে অদ্বিতীয় বললে অতিরঞ্জিত হবে না। আবার এ কিতাবের উপর সাম্প্রতিক কালে প্রচুর লেখালেখিও ইতোমধ্যে হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। পরিচিতির আঙ্গিকে তেমন আলোচনা নজরে আসেনি, তাছাড়া শুভাকাংখী মহলে অনেকের অনুপ্রেরণায় এ পুস্তিকার পান্ডুলিপিটা ছাপাতে উদ্বুদ্ধ হই। যেহেতু আমাদের দাদা হুজুর জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) খাজা চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'রই প্রধান খলীফা এবং এ মহান কিতাবখানা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করতে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তাই তাঁদের রূহানী সন্তান হিসেবে আধ্যাত্মিকতার এ মহান নেয়ামতে নিজেকে শুধু সম্পৃক্ত করতে আমার এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু জামেয়ার ফিক্হ বিভাগের অধ্যাপক মুফতী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ সাহেব পান্ডুলিপি নিরীক্ষা করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কোন উৎসুক ভাই যদি এটাতে কিছুটা হলেও আগ্রহ বোধ করেন সেটাই আমার প্রাপ্তি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল খাজা চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আমাদের মাশায়েখে কেরামের ওয়াসিলায় এ খেদমত কবুল করুন। আমীন।

সম্পাদকের কথা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম,

আল্লাহ্ তা'লার অপার কুদরাতের প্রকাশ নবীদের মাধ্যমে মু'জিযা হয়ে, আবার আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে কারামত হয়ে জগৎ বাসীর কাছে অনুভূত হয়। খাজায়ে খাজেগান খলীফায়ে শাহে জীলান ছাহেবে ইলম লদুনী হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী (রহ.)'র জ্বলন্ত কারামত হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁর অন্যতম কীর্তি ত্রিশপারা দরূদ শরীফের বিশাল গ্রন্থ মজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

সম্ভবতঃ ত্রিশ পারায় বিন্যস্ত পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ বুখারী শরীফের পর তৃতীয় কিতাব হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে একমাত্র সমাদৃত হয়েছে এ মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। একজন অনারব গ্রন্থকারের উচ্চাঙ্গ আরবীতে রচিত ত্রিশ পারার এ কিতাব রচনা বিশ্বের পরম বিস্ময়। এটা সম্পর্কে আলেম সমাজ ও সংশ্লিষ্ট ভাই বোনেরা ছাড়া সাধারণ মুসলিম ভাইয়েরা অতোটা অবগত নন। সাহিত্য, ইতিহাস, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়াবলীর দুস্প্রাপ্য উপাত্ত হিসেবে এ গ্রন্থটি মুসলিম সমাজের অমূল্য সম্পদ, অফুরান রত্ন খনি। তাই এটার উপর বাংলাভাষী সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকার চাহিদা অতি সঙ্গত। এ চাহিদার বিষয় অনুভব করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার আরবী প্রভাষক খাজা গরীবুল্লাহ্ শাহ (রহ.) জামে মসজিদের খতীব স্নেহাস্পদ হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান'র "মজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিচিতি" পুস্তকটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হবে বলে আশা করছি।

কতর্ব্যের বিভিন্ন চাপ ও শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রিয় ছাত্রের নেহায়েত আব্দারের প্রেক্ষিতে পান্ডুলিপি দেখেছি ও প্রয়োজনীয় স্থানে পরিমার্জনার নির্দেশ দিয়েছি। আশাকরি পুস্তিকাটির দ্বারা পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ খেদমত কবুল করুন। আমিন, বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আত্‌বাইহী আজমাঈন।

মুফ্‌তি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

যুক্তির ওপারে

বিদগ্ধ জনে জানে,
'চৌহ্‌র' নামে ভূখন্ড খানি পৃথিবীর কোন্‌খানে।
সেখানে জন্ম কোন শুভক্ষণে এক মহাসাধকের,
রাজত্ব তাঁরি হৃদে হৃদে সব নবীপ্রেম বাহকের।
চেনা তাঁরে মুশকিল,
জাগতিক কোনো মানদন্ডেতে মেলালেই গড়মিল।
প্রেম, বিশ্বাস বাসা বাঁধে যেথা, সেখানেই মহাজন,
অলোকে বিহার যার সাধ আছে, তাঁর তাঁরে প্রয়োজন।
হৃদয়ের লীলা চলে,
আধ্যাত্মের রহস্য অপার! ভাষা দিয়ে কেবা বলে?
'খিযির' এর নাম শোনেনি এমন মুসলিম কোথা নাই,
অনন্ত আয়ূ, প্রাণ সজীবতা, যেখানেই তাঁর ঠাঁই।
চৌহ্‌রে এলো প্রিয়জন তাঁরি,
সে মহাসাধক শাহ চৌহ্‌রভী এ পথেই দেন পাড়ি।
বিদ্যাপীঠের কোনো বিদ্যা ছাড়া বিতরণকারী জ্ঞান।
জগতের জ্ঞান, সে তো কোন্ ছার, এ বিদ্যা অফুরান!
মক্তবে কয় দিন,
জাগতিক জ্ঞানে এই শুধু পড়া, তাঁরে পড়ানোই সঙ্গীন!
অলোক-লোকের রহস্য জ্ঞানে জ্ঞানী, সেই মহাজ্ঞানী,
'সালাতে রাসূল' প্রণয়ন! তারে কোন্ যুক্তিতে টানি?
ভাবের সাগরে হৃদয়ের ভেলা চালান সে গুরু-দাঁড়ী,
চৌহ্‌রভী! মোরা অসহায় জনা ভব সিন্ধুতে দিনু পাড়ি।

[তৈয়্যবিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বাগে চৌহ্‌রভী' গ্রন্থে মুদ্রিত লেখকের এ কবিতাটি এ পুস্তিকার পাঠকদের জন্য পূণঃ মুদ্রিত হল।]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় গুণাবলী প্রকাশ করেন। বিশাল কাননকে তিনি বিকশিত করেছেন নিজেকে প্রকাশ করার একান্ত অভিলাষ থেকেই। হাদীসে কুদসীতে তিনি বলেন, "আমি ছিলাম গুপ্ত রহস্যের খনি। অত:পর আমার আগ্রহ হল প্রকাশিত হতে। তাই সৃষ্টিকর্মের সূচনা করলাম।" সুতরাং সৃষ্টির অস্তিত্বে স্রষ্টারই মহিমার প্রকাশ ঘটে। সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বিবিধ প্রকাশ ক্ষমতায়। প্রকাশের এ ধারা কখনো মূর্ত হয় মুখের ভাষায়, কখনো বিবৃত হয় লেখনীর আঁচড়ে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, "তিনি মানুষকে 'বায়ান' শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা রাহমান ঃ ৪) "তিনি (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা।" (আলাক ঃ ৪) মুখে বর্ণনার চেয়ে কলমের প্রভাব ও রেশ অধিকতর স্থায়ী।

কলম আল্লাহ্‌র হুকুমে 'লওহে মাহফুজ'-এ লিখে দিয়েছেন সৃষ্টির আদি-অন্ত। মহানবীর (দ.) হাদীস শরীফে শহীদের রক্তের চেয়ে বিদ্বানের কলমের কালি উত্তম বলা হয়েছে। সূরা কলমের শুরুতে আল্লাহ্ তা'লা কলমের শপথ করেছেন। আরশ-কুরসী, লওহ্-কলমের সৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। 'গুপ্ত'কে 'ব্যক্ত' করতে কলমের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না কোনো মতে। অদৃশ্য জগতে কুদরতের পরিচায়ক সেই 'কলম'র সাথে যদি মানুষের হাতে প্রদত্ত কলমের যোগাযোগ ঘটে যায়, তখন সৃষ্টির মাঝে ধরা পড়ে স্রষ্টার অদেখা স্বরূপের বৈচিত্র্য। আর তাতেই মূর্ত হয়ে উঠে সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা সৃষ্টির সুচনাতে স্বয়ং স্রষ্টা ব্যক্ত করেছিলেন।

একজন রচয়িতাকে ব্যক্তিগতভাবে জানার মাধ্যমে তাঁর রচনা সম্পর্কে অবিদিত থাকা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে রচনার মধ্যদিয়ে রচয়িতাকে অনুভব করার দাবী অগ্রগণ্য। ফার্সী কবি জেবুন্নেসা এজন্যই বলেছিলেন, "দর সুখন মখ্‌ফী মনম, চুঁ বু-য়ে গুল দর্ বর্গে গুল" অর্থাৎ ফুলের পাঁপড়ির মাঝে যেভাবে লুকিয়ে থাকে তার সৌরভ; তেমনি আমার বাণীর মাঝে সুপ্ত থাকে আমারই অস্তিত্ব। তাঁর কবিত্বে অভিভূত কোন ভক্ত পর্দানশীন এ কবিকে

এক নজর দেখার অদম্য আকাংখা জানালে কবি এ পংক্তি দিয়ে ভক্তের আহ্বানের উত্তর দিয়েছিলেন। নিরাকার স্রষ্টার গুপ্ত রহস্য ও আত্ম পরিচয় তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্রেই বিকশিত হয়ে থাকে। তাই সৃষ্টির মাঝেই অনুভব করতে হয় তাঁর অস্তিত্ব।

আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর কুদরতকে অনুভব করতে তাঁরই অনন্ত রহস্যে ঘেরা সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়েই চিন্তা ভাবনা করা সমীচিন। সুক্ষ্ম ও গভীর পর্যবেক্ষণে এভাবে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অদেখা শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর অজানা মহিমা ও অফুরান শক্তির জৌলুস কখনো মাধ্যম ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়, কখনো নবীর মাধ্যমে মু'জেযা হয়ে দেখা দেয়। কখনো তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত হয়ে প্রতিভাত হয়। আমাদের সামনে এমনি একটি কুদরতের ঝলক প্রত্যক্ষ হয় মা'রেফাতে লদুনিয়ার কিংবদন্তী, আধ্যাত্মিকতার প্রবাদ পুরুষ, খাজায়ে খাজেগান খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র কারামত হয়ে "মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র রূপধরে। অনন্ত বিস্তার কুদরতের মহিমা ও রহস্য প্রকাশের এ এক জ্বলন্ত স্মারক। আল্লাহ্ তা'লার গুপ্ত তত্ত্ব বিকাশ করে বিশ্বমুসলিমের চিন্তা-চেতনাকে খোদায়ী রহস্যের অনন্ত ভাবনায় নিমজ্জিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। ফলে অজস্র প্রেমপিয়াসী চিত্ত হতবাক, মোহাবিষ্ট হয়ে খেই হারায় অতলান্ত মা'রেফাতের দরিয়ায়। তত্ত্বজ্ঞান-সমৃদ্ধ আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র ফার্সী কাব্য মসনবী দেখে আরেফ জামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) মন্তব্য করেছিলেন-

"মানচেহ্ গোয়ম ওয়াস্‌ফে আঁ আলী জনাব,
নিস্ত পয়গাম্বর ওয়ালে দারদ কিতাব।"

অর্থাৎ-সে মহান সত্তার কী প্রশংসা করব, পয়গাম্বর নন, তবে পূর্ণ জ্ঞান-তত্ত্ব সমৃদ্ধ তাঁর একটি কিতাব রয়েছে। তত্ত্ব ও পূর্ণতার নিরিখে মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনি এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিতাব, যা আল্লামা জামীর সামনে গেলে হয়তো এটার সম্পর্কেও তিনি একই মন্তব্য করতেন। পূর্ণনাম-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

محير العقول فى بيان اوصاف عقل العقول المسمى بمجموعة صلواة الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلوٰته وسلامه۔

"মুহায়্যিরুল উকূল ফী বায়ানি আওসা-ফি আকলিল উকূল আল মুসাম্মা বি মাজমূআতি সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফী সালাতিহী ওয়া সালামিহী।" যেহেতু এ গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গ আরবী ভাষায় রচিত তাই এর নামকরণ আরবীতে হওয়াই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। আরবী এ নামটির ভেতরে গ্রন্থটির অভাবিত শক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

এর শাব্দিক অর্থ ঃ 'মুহায়্যির' অর্থ যা স্তম্ভিত ও হতবাক করে দেয়। 'উকূল' শব্দটি 'আকল এর বহুবচন। যার অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান, বিবেক। এ দুটি শব্দ সমন্বিত হলে অর্থ দাঁড়ায় মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে যা স্তম্ভিত করে দেয়। ফী বায়ানী আওসা-ফি আকলিল উকূল' শব্দ মালার অর্থ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান প্রজ্ঞার মূল উৎস অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'লার গুপ্ত রহস্যের চাবিকাঠি যাঁর হাতে প্রদত্ত, সেই হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র 'আওসাফ' বা গুণগান বর্ণনায় রচিত। আক্ষরিক অর্থে এ কিতাবটির অর্থ হলো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র যাবতীয় গুনাবলী বর্ণনায় সালাত ও সালাম'র আঙ্গিকে এমন একটি গ্রন্থ যা সাধারণ বিবেক বুদ্ধিকে হতবাক করে দেয়।

যিনি কিতাবটি রচনা করেছেন তিনি জাগতিক নিয়মে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেননি, তদুপরি তিনি একজন অনারব ব্যক্তি। যা লিখা হয়েছে, তাতে আরবী পণ্ডিতেরও চক্ষু চড়কগাছ হবার অবস্থা। এমনিতে আরবীরা অনারবীকে বলে থাকে 'আজমী'। আজম শব্দের অর্থ 'বোবা'। অজস্র শব্দ ভান্ডারে সুসমৃদ্ধ আরবী ভাষাভাষীদের কাছে বাহ্যতঃ অনারব ব্যক্তিরা মনের ভাব প্রকাশে অনেকটা বোবাই বলা যায়। প্রিয় নবীর মু'জিযা আরো সুস্পষ্ট করার মহান লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই ভাষা বৈচিত্রের অহংবোধসম্পন্ন আরবীদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, "আমি আমার প্রিয় বান্দার কাছে যা নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমরা কোন সন্দেহে থাকে, তবে তোমাদের সাহায্যকারী (আরবী পণ্ডিত)দের ডেকে আনো এবং সবাই মিলে কুরআন মাজীদের অনুরূপ একটি সূরা হলেও রচনা করে দেখাও, যদি তোমরা

সত্যবাদী হও।" (২ঃ২৩) তারা পারেনি সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে। কী করে পারবে, এটা যে কুদরতের শক্তি! হুযূর খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একেতো আরবী নন, তদুপরি তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রীধারীও নন। সেই তিনি উচ্চাঙ্গ রীতির রচনাশৈলীতে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়ে আরবী ভাষাতেই রচনা করলেন ত্রিশ পারার বিশাল কলেবরে মহাসমুদ্রের মতো এক কিতাব, তাও প্রিয়নবীর যাবতীয় গুণাবলী বর্ণনা করে অদ্বিতীয় এক দরূদ শরীফের কিতাব। সাধারণ আকল বুদ্ধি এ অসাধ্য সাধনের কীইবা ফয়সালা দেবে? দাঁতে আঙ্গুল চেপে বস্তুবাদী বিশ্বের মানুষ বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা, আর 'এ কী করে সম্ভব!' এমন প্রশ্নে আবর্তিত হওয়া ছাড়া কী আর করবে? আধুনিক যুক্তি বা বিজ্ঞান এর কী সদুত্তর দেবে আমাদের জানা নেই। কিন্তু ঘটনা সত্য, চাক্ষুষ এক বাস্তবতা। খাজা চৌহরভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাই করেছেন।

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যেমন রচনা তেমনি নামকরণ। যথাযথ হয়েছে কিতাবের নাম রাখা। তবে এটা সর্বমহলে "মাজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" হিসেবে খ্যাত। অর্থাৎ এটি একটি দরূদ শরীফের এক বিরাট সংকলন। এখানে প্রিয়নবীর গুণাগুণ বর্ণনার মাধ্যমে দরূদ শরীফই মূলতঃ পরিবেশিত হয়েছে।

বিখ্যাত এ বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা ঃ

শায়খুল মাশায়েখ, ওয়াকিফে আসরারে মা'রিফাত, খাজায়ে খাজেগান, খলীফায়ে শাহে জ্বীলান, মাআরেফে রাব্বানীর ধারক, লদুনী ইল্‌মের বাহক, শাইখে ফা'আল, পীরে মোকাম্মেল, কুতুবে আলম, গাউসে দাওরাঁ হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী খিদ্বরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। (১৮৪-১৯২৪) খুব বেশী দূরে নয়, গত শতাব্দীতেই ছিল যাঁর পূণ্যময় বিচরণ। (পুস্তিকার পরিশিষ্টে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত।)

আঙ্গিক সৌষ্ঠব ঃ

ত্রিশ পারা বা খন্ডে গ্রন্থটির বিন্যাস। প্রতিটি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত। সে হিসেবে সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৪০-এ। তবে এ পরিসংখ্যান ৩য়

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সংস্করণের। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এ সংখ্যার তারতম্য হয়েছে। যেমন- উর্দূ কপিতেও প্রতি পারা প্রায় ৮০ পৃষ্ঠার উপরে। তবে এটাতে অহীয়ে এলাহীর বিন্যাসকে অনুসরণ করে ত্রিশ পারার এ বিভাজন কিন্তু সকল সংস্করণে রক্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের কাছে ঐশীজ্ঞান দু'ভাবে এসেছে। নবীদের কাছে ওহীর মাধ্যমে, আর ওলী-বুজুর্গদের কাছে যে প্রক্রিয়ায় এসেছে তার নাম ইল্‌হাম। ইসলামী দুনিয়ায় ইতোপূর্বে ত্রিশ পারা সম্বলিত কিতাব ছিল দু'টি। একটি কুরআনুল করীম, যার কথা মুসলমান মাত্রই জানেন। অপরটি হাদীসের জগতে কালজয়ী কিতাব সহীহ বুখারী শরীফ। যা সংকলন করেছেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, ইমামুদ্দনইয়া ফিল হাদীস আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। যে কিতাবটি সম্পর্কে আরব-আজম'র তথা ইসলামী বিশ্বের সকর ওলামা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, "আসাহ্‌হুল কুতুবি বা'দা কিতাবিল্লাহি হুয়াস্ সহীহুল্ বুখারী।" অর্থাৎ কুরআনুল করীম'র পর ইসলামী দুনিয়ার বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ্ বুখারী শরীফ।

এ স্বীকৃতি অনুযায়ী দুটি কিতাব সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য। উভয়টিই ত্রিশ পারায় বিন্যাস্ত, কুরআন ও হাদীস। উভয়টিই আবার ওহী। কাজেই ওহীর সংকলনদ্বয় ত্রিশ পারা সম্বলিত। ওহীর পরে তৃতীয়তঃ ত্রিশ পারার একমাত্র কিতাব হিসেবে বিদ্যমান মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাও বলা যায় যে, ইলহামের মাধ্যমে আসা ঐশী জ্ঞানের আলোকে রচিত বিশ্বের অদ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে দরূদ শরীফেরই এ বৃহদসংকলন মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল। এ কিতাবের অঙ্গ সৌষ্ঠবেও ঐশী জ্ঞানের প্রস্ফুটন রয়েছে, যা সাধারণ বুদ্ধি জ্ঞানের বলয়মুক্ত এক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের প্রতিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রচনাকাল ঃ

ঐশী জ্ঞানের প্রকাশস্থল আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাতেই সমর্পিত থাকেন। যবান তাঁদের হয়, কথা আল্লাহ্‌র। হাত তাঁদের হয়, কাজ আল্লাহ্‌র। হাদীসে কুদসীতেও তাই বলা হয়েছে। কাজেই

তাঁদের শক্তির প্রকাশও হয়ে থাকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র ত্রিশ পারা দরূদ শরীফের এ বিশাল সংকলনপর্ব রচয়িতার জীবদ্দশায় পান্ডুলিপি প্রস্তুত হলেও বিষয়টি যখন প্রকাশ হয়, তখন তিনি নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে যাত্রা করেন। এ ক্ষেত্রে এত বিশাল পরিধির এ সৃষ্টি ভাণ্ডার লুকিয়ে রাখার বিষয়টি অবাক করার মত। কতটা প্রচারবিমুখ হতে পারলে একজন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব, ভাবতেই অবাক হতে হয়। বাস্তবিকই সাধনার জগতে যে যতবেশী গভীরে চলে যান, তিনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকেও তত বেশী আড়াল হয়ে যান। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেলে তৎকালীন রেঙ্গুনে অবস্থানরত স্বীয় খলিফা কুতুবুল আউলিয়া আলে রাসূল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র কাছে পাঠিয়ে তা ছাপানোর জন্য পত্র মারফত নির্দেশ দেন। সেখানে শাহেন শাহে সিরিকোট (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র ভাষায় এ বিস্ময়ের প্রকাশ ছিল নিম্নরূপ,

"হামতো তাজ্জব হো গ্যায়ে, হাম হামারা আন্দর না থা, এ্যয়সে আযীমুশ্‌শান হাস্তী হামকো নসীব হুয়া, লেকীন আপ আপনেকো চুপায়া। উম্মী থে, লেকীন তীস পারে দরূদ শরীফ লিখা, জু দুনিয়ামে বেমেসাল, জব দরূদ শরীফ ছাপওয়ানে কো প্রেস মে দিয়া, চৌহ্‌র শরীফসে খবর আয়া কেহ্ হুযুর কেবলা ইস দুনিয়াসে রুখসত ফরমায়া। আগর ইয়ে দরূদ শরীফ আপকী হীনে হায়াতমে ছাপওয়াতে তব তু আপকী বেলায়ত ওয়া জযবাত যাহের হো জাতে, আপ ইস্‌কে পেহ্‌লেহী ছুপ গ্যায়ে।"

অর্থাৎ- আমি তো আশ্চর্য্য! আমি আমার ভেতরে ছিলাম না। এমন মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের ভাগ্যে জুটলো, অথচ তিনি নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মোটেই ছিল না; অথচ এমন ত্রিশ পারা দরূদ শরীফ'র কিতাব লিখলেন, দুনিয়াতে যার কোন নজীর নেই। এ দরূদ শরীফ যখন ছাপতে প্রেসে পাঠানো হল, তখনই চৌহ্‌র শরীফ থেকে সংবাদ আসল যে, হুযুর কেবলা এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। যদি তাঁর জীবদ্দশায় এ দরূদ শরীফ ছাপানো হোত, তবে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। অথচ তার আগেই তিনি লুকিয়ে গেলেন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশ কাল ঃ

কুতুবুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ শাহ্ সিরিকোটী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র লিখিত পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ছাপানোর পাশাপাশি এ কিতাবের একটি ভূমিকা লিখারও নির্দেশ পান। পীরের নির্দেশে প্রধান খলীফা আলে রাসূল আল্লামা শাহ্ সিরিকোটী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র উদ্যোগে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে জনাব শেঠ আহমদের অর্থায়নে রেঙ্গুন থেকে এ কিতাবের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শাহেন শাহে সিরিকোট (রহমতুল্লাহি আলাইহি) নিজেই এর ভূমিকা লিখেন। আল্লামা ইসমতুল্লাহ্ সিরিকোটী এ ভূমিকায় বর্ধিত সংযোজনা আরোপ করেন।

২য় সংস্করণ ঃ

১৯৫৩ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭২ হিজরী শাহেন শাহে সিরিকোট (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র উদ্যোগে মাওলানা আমীর শাহ্ পেশোয়ারীর তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ২য় সংস্করণ।

৩য় সংস্করণ ঃ

শাহেন শাহে সিরিকোট (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত ছাহেবযাদা মুর্শেদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র নির্দেশনায় আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ১৯৮২ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১৪০২ হিজরী পাঁচ হাজার কপি ৩য় সংস্করণে ছাপানো হয়।

৪র্থ সংস্করণ ঃ

পরবর্তীতে দরবারে আলিয়া সিরিকোট শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ ও অনুজ পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ (ম.জি.আ.)'র পৃষ্ঠপোষকতায় এর উর্দূ অনুবাদসহ চৌহ্‌র শরীফ, পাকিস্তান হতে অফসেট কাগজে এ নবতর সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীতে। এর উর্দূ অনুবাদ করেন বিখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক প্রথিতযশা আলেমেদ্বীন আল্লামা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী। উল্লেখ্য যে, মুর্শেদে বরহক আল্লামা

তৈয়ব শাহ্ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র নির্দেশে তাঁর জীবদ্দশাতেই এ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। এ সংস্করণের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজী তিন ভাষায় এর ভূমিকা সংযোজিত হয়।

এ গ্রন্থের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

আঙ্গিক বিন্যাসে কুরআন হাদীসের সাদৃশ্য রক্ষা ঃ

পবিত্র কুরআন মাজীদ এবং হাদীসের জগতে বিশুদ্ধতম কিতাব বুখারী শরীফের মত এটিও ৩০ (ত্রিশ) পারায় বিন্যাস্ত। স্বয়ং রচয়িতা তাঁর প্রধান খলীফাকে পত্র যোগে তেমনই ইঙ্গিত প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে খলীফায়ে আযম আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

"এ মহান মনিষী তাঁর এ বিশাল রচনা সম্ভার নিজ জীবদ্দশাতেই রচনা করে গোপন রাখেন। পরে ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে আমাকে পত্র মারফত জানান, 'মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রচিত হয়েছে, যা সহীহ বুখারী শরীফের মত ত্রিশ পারা সম্বলিত। প্রতিটি পারা কুরআন শরীফের পারা থেকে কিছু বড়।"

দরূদ উপজীব্য ঃ

শুধু প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফের উপর রচিত এভাবে ত্রিশ পারা সম্বলিত এত বৃহদাকার গ্রন্থ সম্ভবতঃ আর রচিত হয়নি। ত্রিশ পারা দরূদ শরীফের উপর এমন উচ্চাঙ্গ রীতির আরবী ভাষায় রচিত এটি অদ্বিতীয় এক গ্রন্থ। দরূদ শরীফ মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অতি প্রিয়। বান্দার অন্য ইবাদত প্রত্যাখ্যাত হলেও দরূদ শরীফ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না, যদি ঈমানদার ভক্তি-বিশ্বাস যথাযথ রেখে আদব মুহব্বত নিয়ে তা পাঠ করে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফেরেশ্‌তাদের নিয়ে নবীর জন্য যে বিশেষ অনুগ্রহের ধারা প্রবাহিত করেছেন, তা হল দরূদ শরীফ। আর খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বিশাল গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে সে

কাজটিই গ্রহণ করেছেন, তাঁর গ্রন্থের উপজীব্য করেছেন দরূদ শরীফকে। এ কারণে সালফে সালেহীন'র মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অনন্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভাষাগত তাৎপর্য ঃ

প্রিয় নবীর প্রিয় ভাষা আরবী। তিনি বলেছেন, "তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাসো। (১) আমি আরবী, (২) কুরআন করীম আরবী এবং (৩) বেহেশ্‌ত বাসীর ভাষা আরবী।" নবীকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা নিঃসন্দেহে অন্য ভাষার চাইতে আরবী ভাষাকে বেশী ভালবাসেন। কারণ এটা যে প্রেমাস্পদের ভাষা! তাই নবীর অতুলনীয় আশেক খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজে আরবী না হয়েও এ কিতাব রচনার জন্য বেছে নিয়েছেন আরবী ভাষা। নবীর কাছে এটা খুবই সাদরে গৃহীত হবে, এতে সন্দেহের কী আছে?

আরবী ভাষার রীতিমত উচ্চাঙ্গ সাহিত্যমান নিয়ে এ কিতাব রচিত। মাকামাত, মুআল্লাকাত প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ আরবী সাহিত্যের তুলনায় এর রচনাশৈলী আরো অভিনব। হবেই না কেন, এটাতো ইলহাম যোগে রচিত। কুদরতের তত্ত্বাবধানে রচিত বিষয়ের শিল্পগুণ যে অনস্বীকার্য। একজন অনারব আরবী ভাষায় এতটা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন যে, তাতে আক্‌ল তথা বুদ্ধি বিবেককে খেই হারাতে হয় বৈকি।

শব্দ সুষমা, ঝংকার ও লালিত্য, উচ্চাঙ্গ রীতির প্রথাগত অনুপ্রাস রীতিমত চমৎকৃত করবে যে কোন পাঠককে। তাছাড়া প্রতিটি পারার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফের সাহিত্যিক দ্যোতনা ও অপার্থিব আবেদন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাব-ভাষার চমৎকারিত্ব ঃ

এভাবে সন্নিবেশিত দরূদ শরীফসমূহে প্রার্থনার আঙ্গিকে একদিক থেকে মহান রাব্বুল আলামীনকে সম্বোধন করা হয়েছে, সাথে রহমতুল্লিল আলামীন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রশংসা- স্তুতিও রচিত হয়েছে। সর্বোপরি প্রেমিকচিত্তে মুমিনের প্রয়োজনীয় হাজাত ও প্রার্থনা ব্যক্ত করা হয়েছে প্রচুর। শুধু তাই নয়, দরূদ

পরিবেশনার আদলে প্রিয় নবীর বাহিত্যক ও আত্মিক সৌন্দর্যের যে অনুপম বর্ণনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে করে বোদ্ধাশ্রেণীর মরমী পাঠকের কল্পলোকে প্রিয় নবীর অস্তিত্ব অনুভব করাও বিচিত্র নয়। এ কিতাবের ভূমিকায় আল্লামা ইসমতুল্লাহ্‌ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন,

"এ কিতাবের তাওহীদি তত্ত্বজ্ঞানসমূহ এবং তার প্রেমশক্তি এত দুর্নিবার ও এত উচ্চ যে, তা নিগুঢ় রহস্যময় ও প্রকৃত গোপন সত্তা মহান আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি পাঠককে একান্ত মোহাবিষ্ট করে দেয়। ..... এটা পাঠকের জন্য প্রিয় রাসূলের ভাবনা, তাঁর নূরগত, প্রকাশগত, জ্ঞানগত, কার্যগত, চরিত্রগত-এক কথায় সর্ব বিষয়ে জ্ঞান দান করে।"

ফাতেহা ও ইখলাস সংযোজন ঃ

প্রত্যেক পারার শুরুতে গুরুত্বের সাথে সংযোজিত হয়েছে সূরা ফাতিহা, যা উম্মুল কুরআন নামে অভিহিত এবং যে কোন উদ্দেশ্য পুরণের অলৌকিক হাতিয়ার। পারার শেষ দিকে সংযোজিত হয়েছে সূরা ইখলাস, যা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে স্বীকৃত। পুরা গ্রন্থে এ দু'টি সূরা ত্রিশ বার করে পড়া হয়, যাতে করে এ কিতাবের এক খতমের মধ্যে নিদেন পক্ষে দশ খতম কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব মিলবে। সব শেষে একটি বিশেষ দুআ বা মুনাজাত এর অভিনবত্বের জৌলুস বাড়িয়েছে অনেক খানি।

একের ভিতর অনেক ঃ

যে কিতাবে সর্ব বিষয়ের সন্ধান ও উদারহণ মিলে, পরিভাষায় তা জামে' বা সর্ব বেষ্টনকারী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। 'মাজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কিতাবটি প্রিয় নবীর এক অভিনব জীবন চরিত এবং সর্ব বিষয়ের আধার বললে যে অত্যুক্তি হবে না, গবেষকমহল গবেষণার মাধ্যমেই তা যাচাই করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে এ কিতাবের উর্দূ অনুবাদক আল্লামা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আশরাফ সিলভীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

"সম্মানিত রচয়িতা এখানে শুধু দরূদ শরীফ একত্রিত করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি; বরং সাইয়িদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির প্রথম হওয়া ও নূরানী হওয়ার প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে অপূর্ব পন্থায়। তাঁর পবিত্র বেলাদতের বা শুভ আবির্ভাবের হৃদয়গ্রাহী অবস্থাদি, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্র, মানবীয় সুকুমারবৃত্তি সঞ্জাত গুণসমূহের পূর্ণপ্রকাশ, তাঁর মি'রাজসহ অলৌকিক বিষয়াদি এবং অপরাপর উচ্চতম মহত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা দ্বারাও সৌন্দর্যমন্ডিত করে এটাকে 'সীরাত' ও 'খাসায়েস' গ্রন্থের সংকলণে পরিণত করেছেন। শরঈ বিধান সম্বলিত প্রিয় নবীর বাণীসমূহ এতে অন্তর্ভূক্ত করে এটাকে 'ফিক্হ' শাস্ত্রের সারমেয় গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন। তাসাউফধর্মী বর্ণনায় সমৃদ্ধ করে তাসাউফের অমূল্য দলীলের মর্যাদায়ও এটাকে উন্নীত করেছেন। আরবী সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ রীতিতে কঠিন জটিল বাক্য বিন্যাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা এটাকে উন্নত আরবী সাহিত্যের বিরল উদাহরণে পরিণত করেছেন। .....

"নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ হাজারো দরূদ-সালামের যেমন ভান্ডার, তেমনি আকীদা- আমল ও চরিত্র সংশোধন এবং পরিশুদ্ধির জন্য সরল সঠিক পথপ্রাপ্তিরও সহায়ক।" অতএব, এটা অধ্যয়ন করা যেতে পারে আকায়েদের দলীল হিসেবে, সীরাত ও খাসায়েস হিসেবে, ফিক্হ শাস্ত্রের সম্পূরক হিসেবে, আরবী সাহিত্যের উচ্চমান রীতির অনবদ্য পাঠ্য হিসেবে, তাসাউফের অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে, চরিত্রশুদ্ধির নির্দেশিকা হিসেবে, দরূদ-সালাম ও দূআ-ওয়াযীফার অমূল্য সহায়ক হিসেবে। বলা যায়, গ্রন্থটি একের ভেতর অনেক।

খন্ড বিভাজন ও শিরো নাম ঃ

ভাষাগত দিক ও এর রচনা শৈলী বিশ্লেষণ আপতঃ পত্রস্থ করার চিন্তা বাদ দিলেও এ বিশাল কিতাবের খন্ড বিভাজনে যে শিরোনাম রাখা হয়েছে, তাও আমাদের জ্ঞান স্পৃহাকে অজানা দিগন্তের দিকেই যেন হাতছানি দেয়। ত্রিশ পারার ত্রিশটি শিরোনাম নিয়ে নিদেন পক্ষে ত্রিশটি গবেষণার বিষয় তো পাওয়া যাবে। যেমন শিরোনামে তিনি একেকটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন, আর পারার শিরোনামে যে বিষয় রয়েছে উক্ত পারায় সে বিষয়ে

কুরআন ও হাদীসের যথেষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ এবং দুষ্প্রাপ্য সব সুক্ষ্ম তথ্যসম্ভারে খন্ডটি সমৃদ্ধ করেছেন। একেকটি পারায় আল্লাহ্র প্রিয় নবীর একেকটি দিক প্রতিভাত হয়েছে। কাজেই এক একটি পারা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি গবেষণার বিষয় হবার অবকাশ রাখে। যেমন-

(১) প্রিয় নবীর নূর ও তাঁর প্রকাশ, (২) তাঁর সালাত ও সালাম (৩) তাঁর নূরানী সত্ত্বা ও বরকতময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ, (৪) তাঁর পোষাক পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য, (৫) তাঁর হাসাব-নসব তথা পূবপুরুষ, বংশ পরম্পরা, (৬) তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। (৭) তাঁর যাতী ও সিফাতী নামসমূহ, (৮) তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, (৯) তাঁর প্রশংসা ও মহিমাগান, (১০) তাঁর মি'রাজ ও উর্ধলোক ভ্রমণ, (১১) তাঁর তাসবীহ ও তাহ্লীল, (১২) তাঁর সহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব ও স্বপ্ন, (১৩) তাঁর দুআ ও প্রার্থনা, (১৪) তাঁর বাণী ও বচন, (১৫) তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত, (১৬) তাঁর মহত্ব ও সম্মান, (১৭) তাঁর সুপারিশ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির যোগসূত্রিতা, (১৮) তাঁর অবস্থান ও অবস্থানগত প্রভাব, (১৯) তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণাদি ও সুসংবাদ সমূহ, (২০) তাঁর প্রেম ও প্রেমাস্পদ হওয়া, (২১) তাঁর প্রজ্ঞা ও অদৃশ্যজ্ঞান, (২২) তাঁর মু'জিযা ও অলৌকিকত্ব, (২৩) তাঁর দাওয়াত ও আহ্বান, (২৪) তাঁর আদেশ-নিষেধ, (২৫) শুহুদ ও মাশহুদ (গুপ্ত-ব্যক্তে তাঁর উপস্থিতি), (২৬) তাঁর অনুপম চরিত্র, (২৭) তাঁর নৈকট্য ও আপনজন, (২৮) তাঁর সম্পৃক্ততা ও সাহচর্য, (২৯) তাঁর লিওয়ায়ে হাম্দ ও মাকামে মাহমুদ, (৩০) সৃষ্টিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব। যে সকল শিরোনামে এ বৃহৎ গ্রন্থের পারা বা খন্ডগুলোকে নামাঙ্কিত করেছেন, তাঁর তালিকা উপরে প্রদত্ত হল। খন্ডগুলোর শিরোনাম ভিত্তিক পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) ফী নূরিহী ওয়া যুহূরিহী (নূর ও তার প্রকাশ) ঃ

প্রথম পারায় সৃষ্টির প্রথম বিষয় তথা "নূরে মুহাম্মদী'র বিবরণ দিয়ে বৃহদাকার এ গ্রন্থ সূচিত হয়েছে। তবে এ পারাটির আরো কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দিক আছে। প্রত্যেক পারার শুরুতেই তাসমিয়া বা বিস্মিল্লাহ্ শরীফের সাথে বহু বিশেষণ সংযোজিত হয়ে তার পল্লবগত

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ঝংকার ও জৌলুস বিধৃত। কিন্তু এ পারায় সে জৌলুস আরো যেন চোখ ধাঁধানো। প্রায় দু'পৃষ্ঠাব্যাপী এ ধারা বিস্তৃতি পেয়েছে। সূরা ফাতেহার হালও তথৈবচ। এর পরেই আসমায়ে হুসনা বা আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক সুন্দর নামসমূহ উপস্থাপিত। পাঠকের হৃদয় জগতে দোলা লাগাতে এ গুলোর জুড়ি নেই। পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত,

ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وزروا الذين يلحدون فى اسمائه-

"ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদ্উহু বিহা, ওয়াযারুল্লাযীনা ইউল্হিদুনা ফী আস্মা-ইহী" অর্থাৎ- আল্লাহ্র আছে সুন্দর নাম সমূহ। তাঁকে তা দিয়েই ডাকুন, আর যারা তার নামে ইলহাদ বা বক্রতা খোঁজে, তাদের বর্জন করুন (৭ ঃ ১৮০)। বিধাতার এ নির্দেশকে যথার্থ বাস্তবায়নপূর্বক তাঁর এ নামগুলোর উল্লেখ আসাতে শুরু থেকেই অন্তরের ভিন্ন অবস্থা দূরীভূত হয়ে একাগ্রতার ধ্যান যেন স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হতে থাকে। আট পৃষ্ঠারও বেশী সে নামসমূহ ধরে আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রথম পারার অভিনবত্ব স্বতন্ত্রভাবেই তাই সমুজ্জ্বল। এখানে আরো পাওয়া যায় বিভিন্ন বিশেষণের আভরণে দীর্ঘ তাহ্লীল বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র যিক্র শরীফ।

নূর নবীজির সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে বিশাল ঐশী জ্ঞানের এ ভান্ডার যেন উন্মোচিত হয়েছে। প্রিয় নবী সৃষ্টি হিসেবে যেমন প্রথম, তেমনি প্রকাশিত প্রথম নূরও তিনিই। এ তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করতেই যেন শিরোনামটি নির্বাচিত হয়েছে। একটি দরূদ শরীফ এ মর্মে দৃষ্টি কাড়ে,

اللهم صل على سيدنا محمدن الذى لا نور الا هو ولا ظهور الا هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী লা-নূরা ইল্লা হুয়া, ওয়ালা যুহুরা ইল্লা হুয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা"।

নূর হিসেবে তিনিই প্রথম সৃষ্টি, শুধু এটাই নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলে বন্টিত হয়েছে তাঁর নূর। কারণ বাকী সব সৃষ্টি তাঁরই নূরে সৃজিত এবং সমগ্র কল্যাণ তাঁরই নূরের মাধ্যমে প্রকাশিত। যেমন- খাজা চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

الذى خلق الله تعالى الخلق والمخلوق من نوره خلق الله تعالى كل خير من نوره-

"আল্লাযী খালাকাল্লাহু তা'লা আলখালকা ওয়াল মাখলূকা মিন্ নূরিহী ওয়া খালাকাল্লাহু তা'লা কুল্লা খাইরিম্ মিন্ নূরীহি'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা গোটা মাখলুককে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) নূর থেকে পয়দা করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির যত কল্যাণ, সবই তাঁর নূর হতে। এভাবে আসমান, যমীন, আরশ ও আরশবাহী, কুরসী ও তার খনি, লওহ্-কলম, জান্নাত, ফেরেশ্তা, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকল-ইলমসহ এক কথায় সব সৃষ্টি। যেমন- খাজা চৌহরভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র ভাষায়,

خلق الله تعالى كل ما سوى الله من نوره

"খালাকাল্লাহু তা'লা কুল্লা মা সিওয়াল্লাহি মিন নূরিহী" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অস্তিত্ব ছাড়া সবই নূরে মুহাম্মদী থেকে সৃজন করেছেন। কাজেই এ পারায় প্রথম তত্ত্ব হিসেবে তিনি উত্থাপন করলেন, নূর হিসেবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) প্রথম সৃষ্টি ও আল্লাহ্র সৃষ্টির বিকাশে তিনিই প্রথম প্রকাশ।

এখানে অপূর্ব এক বর্ণনা ঠাঁই পেয়েছে যে, আল্লাহ্তা'লা প্রিয় নবীর নূরে পাককে সেই সূরত দিয়ে এক আলোকবর্তিকার মতো সাজিয়ে রাখলেন,যে সূরতে তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। তার পর সমগ্র আত্মাসমূহ সেই নূরানী অবয়বে এক লক্ষ সত্তর হাজার বছর যাবৎ তাওয়াফ করল। অতঃপর সেই নূরের আকৃতি দেখতে অনুমতি দেয়া হলে সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকল। যার দৃষ্টি যেখানে পড়েছে তার প্রভাবে সেই রূহ দুনিয়াতে বিশেষ পরিচয় ধারণ করেছে। যেমন- যারা তাঁর শির মোবারক দেখেছিল তারা সুলতান, খলীফা, তথা রাজত্বের মালিক হবেন, যারা তাঁর কপাল দেখেছিল, তারা ন্যায় নিষ্ঠাবান আমীর ও শাসক হবেন। যারা তাঁর দু'নয়ন দেখতে পেয়েছিল, দুনিয়াতে তারা আল্লাহ্র কুরআনের হাফেজ হবে। এভাবে দুর্লভ তথ্যবহ চিত্তাকর্ষক সব বর্ণনা মুগ্ধ করার মতোই। এছাড়াও এ পারাতে 'তাঁর প্রকাশ' বিষয়ক আবির্ভাব তথা 'মীলাদ' এর বর্ণনাও রয়েছে ব্যাপকভাবে।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

(২) ফী সালাতিহী ওয়া সালামিহী (তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পরিবেশন):

এ পারার বৈশিষ্ট্য হলো, প্রিয় নবীর প্রতি কী ভাবে সালাত ও সালাম পরিবেশন করা যায়, তার বিচিত্র ও মনোজ্ঞ উপস্থাপনা এখানে উপস্থিত। "আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" বলে সালামের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা প্রায় বিশ বাইশ পৃষ্ঠা অবধি অপূর্ব বর্ণনা ঝংকারে অণূরণিত। যে কোন পাঠককে তা আবেগাপ্লুত করবেই। এখানে সালাত ও সালাম পরিবেশিত হয়েছে প্রিয় নবীকে সম্বোধন করেই। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলে আহ্বান সূচক বা সম্বোধন করার মাধ্যমে সালাম দেওয়ার পূণ্য রীতিকে অস্বীকার করা গোমরাহী। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেন তার ব্যবহারিক খণ্ডন করে তাঁর উম্মতকে তালীম দিলেন যে, নবীকে এভাবেই ডাকতে হয়। দরূদ শরীফের মাধ্যমে তিনি কুরআনিক অলঙ্কারে প্রিয় নবীকে এমনরূপে সজ্জিত করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, তিনি জাগতিক জ্ঞানে নয়; লওহে মাহ্‌ফুজের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েই এ নযরানা পেশ করেছেন। এরকম দরূদ শরীফ এ পারা থেকে লক্ষ্য করা যাক,

اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المشفع فيناخاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعى باذنك السراج المنير وعليه السلام-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া হাবীবিনা ওয়া শাফীইনাল মুশাফ্‌ফায়ি ফীনা খাতামিন নাবিয়্যিনা ওয়া সাইয়িদিল মুরসালীনা ওয়া ইমামিল মুত্তাকীনা ওয়া রাসূলি রাব্বিল আলামীনা আশ্‌শাহিদল বাশীরিদ দা'ঈ বিইয্‌নিকাস্ সিরাজিল মুনিরী ওয়া আলাইহিস্ সালাম।

শাহেদ, বশীর, দা'ঈ, সিরাজে মুনীর-এসব কুরআনে বর্ণিত বিশেষণ। এক স্থানে 'সালাওয়াতুল্লাহ্' শব্দটি কতনা পবিত্র ও উত্তম বিশেষণে যে বিভূষিত হতে পারে তা দেখলে চমৎকৃত হবে না কে? যেমন আফদ্বালু সালাওয়াতিল্লাহ্..... আহসানু সালাওয়াতিল্লাহ্, ওয়া আজাল্লু সালাওয়াতিল্লাহ্, এভাবে 'আজমালু' আকমালু, আসবাগু, আতাম্মু, আযহারু, আ'যামু, আযকা, আনমা, আওফা, আসনা, আ-লা, আকসারু, আজমাউ, আ-আম্মু, আদওয়ামু, আবকা, আআয্‌যু, আরফাউ, মোট কথা

সর্বোত্তম বিশেষণ (Superlative Degree) দিয়ে সাজানো পংক্তি মালায় দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম প্রশংসিতকে সর্বোত্তম শব্দমালাতেই বিভূষিত করা চাই।

(৩) ফি বাদানিহী ওয়া আ'দ্বা-ইহী (তাঁর নূরানী সত্ত্বা ও বরকতময় অঙ্গসমূহ) :

সুন্দরতম সৃষ্টির অতুলনীয় দেহ-সৌষ্টব ও অসাধারণ শক্তির প্রকাশস্থল নূরানী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের বর্ণনার প্রাক্কালে খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্ তা'লার এক বিশেষণ উত্থাপন করতঃ বর্ণনাকে অগ্রসর করেন, যা তাঁর বর্ণনার অভিনবত্বকে নতুন করে প্রমাণ করে। প্রেমময় স্রষ্টার সৃজন মাধুর্যের কথা স্মরণ করে বলা হয়েছে; "আল্লাযী আহসানা কুল্লা শাইয়িন খালকাহু," অর্থাৎ-যিনি তাঁর সৃষ্টির সব কিছু সুন্দর করে গড়েছেন। (৩২ঃ৭) এ কথাটির যথার্থতা পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীনভাবে পরিস্ফুটিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি তথা 'ইনসানে কামিল'র মধ্যে, তিনি তো আমাদের প্রিয় নবীই। বালাগাল উলা বিকামালিহী'র তিনিই প্রতিরূপ, 'হাসুনাত জামীউ খিসালিহী'র তিনিই প্রতিচ্ছবি। 'ওয়াশ্ শাম্‌সি' তাঁরই চেহারার শপথ। 'লাআলা খুলুকিন আযীম' তাঁরই চরিত্র সুষমা। নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী মহান স্রষ্টা নিখুঁত ও অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পতো এখানেই রূপায়ন করেন।

মহান কুদরাতের বিবিধ শক্তিকে স্মরণ পূর্বক দীর্ঘ প্রার্থনা শেষে তাঁরই অনন্য কুদরাত চরম প্রশংসিত সত্তাকে সৃষ্টি করার বিশেষ শৈল্পিক ক্ষমতার উদ্ভাস হয়েছে এ পারায়; প্রথমে 'কালবে মুস্তফা' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর দরূদ পঠিত হয়েছে, যেখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্যের গুপ্তভান্ডার 'কাওলে সাকীল' তথা কুরআন মাজীদ আমানত রাখা হয়েছে। এর পরই সেই 'কালব'কে যে সুন্দরতম 'ক্বালেব' বা দেহ-কাঠামোতে সুরক্ষিত করেছেন, তার উপর সালাত ও সালাম পরিবেশিত হয়েছে। যেমন-

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى قلبه فى القلوب وروحه فى الارواح وخيله فى الخيال وقده فى القداد..... وعلى بدنه فى الابدان وعلى جسده فى الاجساد وعلى جسمه فى الاجسام-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা কালবিহী ফিল কুলুব ওয়া রূহিহী ফিল আরওয়াহ্ ওয়া খাইলিহী ফিল খিয়াল ওয়া কাদ্দিহী ফিল কিদাদি..... ওয়া আলা বাদানিহী ফিল আবদান ওয়া আলা জাসাদিহী ফিল আজসাদ ওয়া আলা জিসমিহী ফিল আজসা-ম।"

এ পারাতেই বর্ণিত আছে যে, শিশু নবীর ভূবন ভুলানো রূপ দেখে আকাশের চাঁদও মুগ্ধ বিভোর হয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁর সাথে এসে আলাপ জুড়ে দিত। বেহেশ্‌তের 'রিদওয়ান' ফেরেশতা এসে দু'নয়নের মাঝে চুম্বন এঁকে দিয়ে যেত। কারণ সে ললাটে যে ফুটে উঠতো খোদায়ী নূরের দীপ্ত জ্যোতি। এখানে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবীর আবির্ভাবকালীন সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাদির কথা। তাঁর সে নূরের কথা, যার কারণে ফেরেশতা আদমকে সিজদা করেছিলেন, যার প্রকাশ দেখে অভিভূত আদম আঙ্গুলে চুমো খেয়ে তা অঞ্জনের মতো দু'চোখে টেনে ছিলেন। এখানেই আছে খৎনাকৃত, চোখে সুরমা টানা, কর্তিত নাভী হয়ে বেহেশ্‌তী পোশাকে আবৃত অপরূপ শিশুর আত্মবিকাশের কথা। প্রিয় নবীর আপাদমস্তক, পবিত্র অঙ্গসমূহের দোহাই দিয়ে আরোগ্য চেয়ে প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। কারণ এগুলো যে বিধাতার প্রেমঘন উচ্ছাস গড়া প্রিয় সত্তারই অবয়ব। ওয়াসীলা দেয়া হয়েছে সে নয়নাভিরাম অঙ্গসমূহের-যেমন যাতে মুহাম্মদ, সিফাতে মুহাম্মদ, রাসি মুহাম্মদ, ওয়াজহে মুহাম্মদ, জাব্‌হাতি মুহাম্মদ, হাজেবে মুহাম্মদ, আইনী মুহাম্মদ, উযুনি মুহাম্মদ, আনফে মুহাম্মদ, শাফাতি মুহাম্মদ, ... তাঁর সত্তার, তাঁর গুণাবলীর, তাঁর শিরমুবারক, চেহারা পাক, ললাট মুবারক, পবিত্র ভ্রূদ্বয়, নয়ন যুগল, কর্ণ, নাসিকা মুবারক থেকে শুরু করে প্রিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের বর্ণনায় আরো প্রিয় হয়ে ওঠে দরূদের সওগাত। তাঁর এক একটি পবিত্র অঙ্গ মহান স্রষ্টা একেকটি বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত করেছেন। একটি দরূদে এ রকমই বর্ণিত-

الذى جعلت عينه من النور وانفه من الزهد وفمه من الحكمة واسنانه من اللؤلؤ-

আল্লাযী জাআল্‌তা আইনাহু মিনাননূরি ওয়া আন্‌ফাহু মিনায্ যুহ্‌দি ওয়া ফামাহু মিনাল হিকমাতি ওয়া আস্‌না-নাহু মিনাল লু'লুই।

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ্, আপনি যাঁর চোখে দিয়েছেন নূর, নাকে দিয়েছেন মোহমুক্তি, মুখে দিয়েছেন হিকমত, যাঁর দাঁতগুলো মোতির ছটা।" অপূর্ব রূপের বর্ণনা, যে ছবি আঁকা যায় না।

(৪) ফী লিবাসিহী ওয়া মালবুসিহী (তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত) ঃ

এখানেও তাসমিয়া ও ফাতিহা শেষে লেবাস (পোশাক) সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে শুরু। সূরা আ'রাফের ২৬ নং এ আয়াতে বলা হয়েছে, "আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য লেবাস দিয়েছি, যাতে লজ্জাবৃত করতে পার এবং দিয়েছি সাজ সজ্জার বস্তু। বস্তুতঃ তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।" এর পর এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি আয়াত শেষে যে দরূদ শরীফটি দ্বারা বর্ণনার আরম্ভ, তা প্রণিধানযোগ্য বটে।

اللهم صل على سيدنا محمد الذى كساه الله حلة التفضيل-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী কাসা-হুল্লাহু হুল্লাতাত তাফদ্বীল।

অর্থাৎ- দরূদ তাঁর প্রতি, যাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা পরিয়েছেন মর্যাদার পোষাক।

প্রিয় নবীর পোশাক বর্ণনায় এ পারাটি সমৃদ্ধ। এখানে উক্ত আছে যে, তিনি ইয়ামেনী চাদর পছন্দ করতেন। সংকুচিত আস্তিনের রূমী জুব্বাও পরেছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় যে বিছানা ব্যবহার করতেন, তা ছিল খেজুরের ছোবড়া জড়ানো সাধারণ চামড়ার তোষক। গর্বভরে মাটি ছেঁচড়ানো পোষাককে তিনি অভিশাপের দৃষ্টিতে দেখতেন। জামা, চাদর ও পাগড়ী-এ তিনটি পোষাকই শুধু ঝুলে থাকতে পারে। প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, মুশরিক ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য পাগড়ির নিচে টুপি পরা। (অর্থাৎ তারা টুপি ছাড়া পাগড়ী বাঁধে, আমরা বাঁধি টুপীর উপর)। বেহেশ্‌তে যেহেতু রেশমী পোশাক দেয়া হবে, সুতরাং জান্নাতের প্রত্যাশী কোন পুরুষ দুনিয়াতে যেন তা না পরে। ডান আস্তিন থেকে জামা পরা শুরু করতেন। ইত্যাকার পোশাকের সুন্নাত বর্ণনার মাধ্যমে দরূদ পরিবেশিত হয়েছে এ পারায়।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

এখানে এমন সব বহুবচনধর্মী শব্দও দেখা যায়, যা সচরাচর ব্যাকরণ গ্রন্থের উদাহরণেও পাওয়া যায় না। সাহিত্যালংকারও রয়েছে এতে প্রচুর। প্রার্থনার ভাষায় কত বৈচিত্র্য থাকতে পারে তাও এখানে লক্ষণীয়।

(৫) ফী হাসাবিহী ওয়া নাসাবিহী (তাঁর হাসাব নসব ও বংশ পরম্পরা) ঃ

আল্লাহ্ তা'লা বিশাল পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁর হাবীবকে সার্বিক গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ করে পাঠিয়েছেন। এমনকি যে পবিত্র বংশধারায় তিনি আবির্ভূত, তাও রেখেছেন যাবতীয় কদর্যতা থেকে নিষ্কলুষ, পুতঃপবিত্র ও সর্বোত্তম। এ পারায় প্রিয় নবীর পবিত্র বংশধারার বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান। তিনি যে পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে স্থানান্তরিত হন, পুরুষদের মধ্যে প্রতি যুগে তিনিই হতেন নির্মল চরিত্রের পুরুষ। যে মহিলার পবিত্র গর্ভ হয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, যুগে যুগে সে মহিয়সীও ছিলেন আমানতদার, পবিত্র চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মহিলা। দুটি দরূদ শরীফে এ বক্তব্য সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে-

(1) وصل على سيدنا محمد الذى انتقل نوره الباهر من كل صلب طيب الى كل رحم طاهر-

(২) وصل على سيدنا محمد الذى انتقل نوره الى القنوات الطاهرات والارحام الزكية الفاخرة-

(১) ওয়াসাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযীনতাকালা নূরুহুল বাহিরু মিন কুল্লি সুলবিন তাইয়িবিন ইল্লা কুল্লি রাহমিন তাইয়িবিন।

(২) ওয়াসাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযিনতাকালা নূরুহু ইলাল কান্ওয়াতিত তোয়াহিরাতি ওয়াল আরহা-মিয যাকিয়াতিল ফাখিরাহ্।

যার সারবস্তু আগেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দরূদ সেই মহান সত্তার প্রতি, যাঁর নূর মুবারাক প্রত্যেক পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র জঠর দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ পারায় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় নবীর পবিত্র বংশধারা। প্রায় পনেরটি দরূদ শরীফের মাধ্যমে শাজরায়ে নসব (বংশ তালিকা) অপূর্ব ভঙ্গিমায় বর্ণিত বর্ণনার সূচনা-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمدبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিবনি আবদিল্লাহ্ ইবনি আবদিল মুত্তালিব ইবনি হা-শিম ইবনি আবদিল মানাফ।

দিব্যজ্ঞানের কারিশমায় তিনি এ বংশতালিকা পৌছিয়েছেন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত। চূড়ান্ত পর্যায়ের সে দরূদ শরীফটি হল-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمدبن قينان بن انوش بن شيش بن ادم-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিবনি কাইনানা ইবনি আ-নূশা ইবনি শীস ইবনি আদম (আলাইহিমুস সালাম)।

(৬) ফী শারাফিহী ওয়া শারা-ফাতিহী (তাঁর মান-মর্যাদা ও আভিজাত্য) ঃ

সমগ্র কায়েনাতের সেখানে যত মান-মর্যাদা বা আভিজাত্য আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন, তাঁর সবটুকু নিঃসন্দেহে প্রিয় হাবীব'র কারণেই তাঁরই সৌজন্যে দান করেছেন। এ পারায় রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র মর্যাদা ও আভিজাত্য বর্ণিত হয়েছে খাজা চৌহ্রভী (রাদিআল্লাহু আনহু)'র ইল্মে লাদুনীর অলৌকিক রশ্মিতে। গোড়ার দিকে একটি দরূদ শরীফের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাক।

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمدن الذى شمله المجد الاثيل ولمه وتنا هى اليه الشرف المنيف والشرف الخيف-

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী শামালাহুল মাজদুল আসীলু ওয়ালামাহু ওয়া তানা-হা ইলাইহিশ শারফুল মানী-ফ ওয়াশ শারফুল খাইফ।

অর্থাৎ- দরূদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তাঁর পবিত্র বংশধরদের প্রতি, যাঁদের পরিবেষ্টন করে আছে স্থায়ী মর্যাদা, যা তাঁর পাশে ভীড় করে আছে। আর যাঁর কাছে চূড়ান্তভাবে উপনীত হয়েছে সর্বোচ্চ আভিজাত্য, যাবতীয় মর্যাদা।

এ জাতীয় দরূদ আরো প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذى ترقى الى اعلى درجات الشرف وفاق شرفه من يأتى من الامم ومن سلف-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী তারাক্কা ইলা আ'লা দারাজা-তিশ্‌শারফি ওয়া ফা-কা শরফুহু মাই-ইয়াতী মিনাল উমামি ওয়া মান সালাফা।"

অর্থাৎ- দরূদ হযরত ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, যিনি উপনীত হয়েছেন মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে। যে জাতি আগমন করবে এবং অতিক্রম করেছে, যাঁর আভিজাত্য তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

(৭) ফি আসমাইহী ওয়া সিফাতিহী (তাঁর সত্তাগত ও বিশেষণসূচক নামসমূহ):

"আলহামদু প্রশংসা যত, সব তোমারই সত্ত্বাগত, মুহাম্মদের কীবা অর্থ ঐ নামে ডাকিলা কারে" মরমী কবি মাওলানা বজলুল করীম মন্দাকিনীর আধ্যাত্মিক সংগীতের এ কলিটি ভাবুকের চিন্তার সুতোগুলোকে যেন আরো এলোমেলো করে দেয়। আল্লাহ্‌র জন্যই যদি সব প্রশংসা হয়, তবে 'চরম প্রশংসিত সত্ত্বা' বলে কার নাম তিনি নিজে রাখলেন 'মুহাম্মদ'? মীমাংসা একটাই যে, তিনিই স্বয়ং স্রষ্টা হয়ে যাঁর প্রশংসা করবেন, তাঁর প্রশংসার কাছ ঘেঁষতে পারবে কার প্রশংসা? কাজেই তাঁর প্রশংসিত সত্ত্বাই 'মুহাম্মদ' বা চরম প্রশংসিত হবেন, এটাইতো স্বাভাবিক।

খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ পারায় প্রিয় নবীর অতুলনীয় নাম ও সিফাতগুলোর বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করেছেন। যাঁর যাত অতুলনীয়, তাঁর সবই তো অতুলনীয়। এমনকি তাঁর নামও। আল্লাহ্‌র কাছে এটা এত প্রিয় নাম যে, সেই নামের উসীলা নিয়েছেন নবীকুলও। প্রথম দরূদ শরীফটি নিম্নরূপ-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذى كتب الله اسمه وصفته فى التورات والانجيل والزبور والقرآن الكريم وفى مائة صحيفة ورقم الله اسمه فوق العرش قبل خلق السموات والارضين وغير هما-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী কাতাবাল্লাহু ইসমাহু ওয়া সিফাতাহু ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজীলি ওয়াযযাবুরি ওয়াল কুরআনিল কারীমি ওয়া ফী মিআতি সাহীফাতিন ওয়া রাকামাল্লাহু ইসমাহু ফাওকাল আরশি কাবলা খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদীনা ওয়া গাইরিহিমা।

এ দরূদে বলা হয়েছে, তিনি সেই সত্ত্বা, যাঁর নাম মোবারক ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'লা লিপিবদ্ধ করেছেন তাওরাত, ইনজীল, যাবুর ও কুরআনে কারীমে এবং শত সহীফায়, আসমান যমীন ও অন্যান্য সৃষ্টিরও আগে এ নাম লিখেছেন আরশোপরি।

'কলম' আল্লাহ্‌র নির্দেশে সর্বপ্রথম এ নামটিই লিখেছিল। প্রকম্পিত ও অস্থির আরশে এ নাম লিখে দিলে তা শান্ত হয়ে যায়। সুলায়মান আলাইহিস সালামসহ অনেক নবী রাসূলদের কাছে গচ্ছিত মর্যাদার প্রতীক আংটিতে ছিল এ নাম। বেহেশতের দরজায়, আসমানের প্রতিটি দরজায় অংকিত এ নাম। বেহেশতের পত্র-পল্লবে, ফুলের পাঁপড়িতে লেখা এ নাম। এমনকি হযরত জিব্রাঈল (আ.)'র কপালেও অংকিত এ নাম। 'মালাকুলমাওত'র কপালেও আঁকা এ নাম। মুসা (আ.)কে নিয়ে খিদ্বির (আ.) যে দেয়াল মেরামত করেছিলেন, যে নৌকা ফুটো করেছিলেন, ওখানেও এ নামটিই লেখা ছিল। কোথায় নেই এ নাম? কুদরত'র বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানের সর্বত্র আমাদেরই নবীর নাম। এ তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে এ পারাটিতে। এভাবে তাঁর যতো গুণবাচক নাম হতে পারে তা দিয়ে সাজানো হয়েছে দরূদের মালা।

(৮) ফী সিয়া-দাতিহী ওয়া সাইয়িদিহী (তাঁর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব) ঃ

প্রিয় নবী ইরশাদ করেন "আমি আদম সন্তানদের সকলেরই উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন।" তিনি সাইয়িদ, তিনি মুনিব, তিনি কর্ণধার, তিনি মুক্তিদাতা, তিনি আশ্রয়দাতা, তিনি কান্ডারী, উদ্ধারকারী। আল্লাহ্‌র বাণী মোতাবেক যে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না সে বিশ্বাসী নয়। তাঁর কর্তৃত্বের ব্যাপকতা, তাঁর সামগ্রিক নেতৃত্ব, তাঁর সর্দার হওয়া স্বীকৃত সর্বত্র। এ পারাতে সে সত্ত্বাটিই ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সুগভীর উপলব্ধিতে অনুভব করেছেন এ সত্যকে, লিখনীতে তা উদ্ভাসিত হয়েছে আরো শৈল্পিকভাবে।

প্রথম দরূদ শরীফের মাধ্যমেই তাঁর 'সাইয়িদ' হওয়ার বিষয়টি প্রস্ফুটন করেছেন এভাবে,

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وصل وسلم على سدنا محمد سيد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد سيدالمؤ منين-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়িদিল মুরসালিন ওয়াসাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিনা ওয়াসাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়িদিল মু'মিনীন।"

অর্থাৎ- আল্লাহ্, আপনি রহমত নাযিল করুন আমাদের মুনিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর যিনি সাইয়িদিল মুরসালিন, সাইয়িদিন নাবিয়্যিন, সাইয়্যিদিল মুমিনীন, ... এভাবে বলে গেছেন, তিনি সাইয়িদ মুসলমানদের, মুত্তাকীদের, নেকবান্দাদের, সত্যবাদীদের, সত্যাশ্রয়ীদের, ধৈর্য্যশীলদের, সাক্ষ্যদাতাদের, স্বাক্ষ্য প্রদত্তদের। উত্তম, বাঞ্ছিত, কাংখিত, প্রত্যাশিত, যতো ভাল গুণাবলী হতে পারে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী সকলের কাছে তিনি সাইয়িদ ও কর্ণধার। এভাবে নবী, রাসূল, জ্বীন, ফেরেশতা, সকলেরই তিনি ত্রাণকর্তা।

এভাবে একটি সুদীর্ঘ পরিসর দরূদ শরীফে 'সাইয়িদ' শব্দটি সম্বন্ধিত হয়েছে প্রায় ১১৮ টি বিশেষণের সাথে। যা পড়তে পড়তে জয্বা এসে যাবে পাঠকের, পাঠ করে যেতে ইচ্ছে হবে শ্বাসরুদ্ধ করে। দরূদটির ব্যাপ্তি প্রায় দুই পৃষ্ঠার ও অধিক, প্রায় সবকটি দরূদ শরীফে তার সাইয়িদ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কিত হয়েছে। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার হচ্ছে প্রায় শব্দগুলোই সমগোত্রীয় বহুবচনের, আরবী ব্যাকরণমতে যেগুলো جمع مذكر سالم (আবিবর্তিত একক'র পুরুষ বাচক বহুবচন)।

(৯) ফী তাহ্মীদিহী ও তামজীদিহী (তাঁর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা) :

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নাম আহমদ ও মুহাম্মদ। এক দিক থেকে তিনি আল্লাহ্ তায়ালার যত বেশী ও উত্তম প্রশংসা করেছেন, তা দ্বিতীয় কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব হয়নি, হবেও না। এই অর্থে

তিনি 'আহমদ' বা সর্বোচ্চ প্রশংসাকারী। আবার অপর দিক থেকে তাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা করেন। যাঁর প্রশংসায় স্বয়ং স্রষ্টা পঞ্চমুখ, তাঁর চাইতে বেশী প্রশংসিত আর তো কেউ হতে পারে না। এ কারণেই তিনি 'মুহাম্মদ' বা চরম প্রশংসিত। এ পারায় সে দিকটাই উন্মোচিত হয়েছে সমধিক। প্রথম দরূদ শরীফেই উক্ত হয়েছে সেই আয়াতে কারীমা, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা নিজে তাঁর নূরানী ফেরেশতাদের নিয়ে স্বীয় হাবীবের উপর দরূদ পড়ার কথা উল্লেখ আছে। সেই প্রিয় ভঙ্গিটা উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে,

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذى قال الله تعالى فى حب تحميده وتمجيده ان الله وملئكته يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী ক্বা'লাল্লাহ্ তা'লা ফী হুব্বি তাহমীদিহী ও তামজীদিহী ইন্নাল্লাহা ওয়ামালা-ইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

'তাহ্মীদ' অর্থ কারো প্রশংসা করা, তবে এখানে আধিক্যের অর্থ সম্পৃক্ত। 'তামজীদ' শব্দের অর্থ কাউকে সম্মানিত করা বা মর্যাদা দান করা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাবীবের প্রশংসা করে তাঁকে সম্মানিত করেন, আবার পরম আরাধ্যের সর্বোচ্চ প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনায় প্রিয় নবী হলেন সবচেয়ে অগ্রণী। এখানে উভয় দিক বিবেচ্য হয়েছে। দরূদে ইবরাহীমীর ব্যাপক উল্লেখ এ পারাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ দরূদ শেষে রয়েছে 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদুন' 'হামীদ' শব্দে 'তাহমীদ' এবং 'মাজীদ' শব্দে 'তামজীদ'র বিষয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এটাও বর্ণনাশৈলীর এক অভিনবত্ব বটে।

তাঁর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাপকতার পরিসীমা থাকতেই বা কী করে? আরেকটি দরূদ শরীফ লক্ষ্য করা যাক,

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد صفوف الملئكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من اول الدنيا الى فنائها-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা সুফুফিল মালা-ইকাতি ওয়া তাসবীহিহিম ওয়া তাকদীসিহিম ওয়া তাহ্মীদিহিম ও তাকবীরিহিম ওয়া তাহলীলিহিম মিন আউয়ালিদ্দুনইয়া ইলা ফানা-ইহা।"

এখানে দরূদ শরীফের পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাদের সারি, তাঁদের 'তাসবীহ' (পবিত্রতা বর্ণনা), তাঁদের 'তাকদীস' (মহিমা বর্ণনা), তাঁদের 'তাহমীদ' (প্রশংসা গীতি), তাঁদের 'তামজীদ' (মর্যদা বর্ণনা), তাঁদের 'তাকবীর' (মাহাত্ম্য বর্ণনা), তাঁদের 'তাহলীল' (একত্ববর্ণনা), সৃষ্টির সুচনা থেকে প্রলয় পর্যন্ত যত হতে পারে। এ হিসেবের শেষ কোথায়? কে তার পরিমাপ করবে? এমনি বর্ণনায় উচ্চকিত এ পারাটি।

(১০) ফী ইসরা-ইহী ওয়া মি'রাজিহী (তাঁর উর্ধলোক ভ্রমণ ও মি'রাজ):

লা মাকানের মেহমান হাবীবে রহমান হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা হল তাঁর উর্ধলোক ভ্রমণ ও মে'রাজ সফর। এ পারায় খাজায়ে খাজেগান খাজা আবদুর রহমান চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সে অনন্য সাধারণ ঘটনাটি ব্যক্ত করেছেন দরূদের আদলে। অকাট্য কুরআনের নস (প্রামাণ্য বাক্য) দ্বারা সেই 'ইস্রা' বা উর্ধলোক ভ্রমণের বিষয়টি প্রমাণিত। প্রারম্ভে সেই আয়াতটি সংকলিত হয়েছে, যা সুরা ইসরাঈলের সুচনা করেছে।

মি'রাজের প্রাক্কালে হাবীবে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র বক্ষদেশ জিব্রীল কর্তৃক বিদীর্ণ হওয়ার তথ্য নিয়ে রচিত দরূদ দিয়ে পরবর্তী বর্ণনা পল্লবিত। যেমন-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذى ملاالله قلبه حكمة وايمانا وحشى الله صدره علما وايقانا- اللهم صلىعلى سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذى شق جبريل صدره وختم وغسله بماء زمزم-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী মালাআল্লাহু কালবাহু হিকমাতান ওয়া ঈমানান ওয়া হাশাল্লাহু সাদরাহু ইলমান ওয়া ঈকা-নান, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা

সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী শাক্কা জিবরীলু সাদরাহু ওয়া খাতামা ওয়া গাস্সালাহু বিমা-ই যাম্যামা।

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সময় প্রিয় নবীর জাগতিক বয়স একান্ন বছর নয় মাস বলে তথ্য পাওয়া যায় এ পারার একটি দরূদে। বায়তুল মুকাদ্দাসে নুর নবীজির পবিত্র চরণের নকশা পাথরে বসে যাওয়া, ইসরাফীলের মহামান্য অতিথি রেকাব ধারণ করা, ইসরফীল'র পুলকিত হাসি যা ইতোপূর্বে কভু দেখা যায়নি, প্রিয় নবীর আত্মা ও কায়ার সমন্বিত অর্থাৎ সশরীরে মে'রাজ হওয়ার বিশদ তথ্যাদি এ পারায় স্থান পেয়েছে বিশেষভাবে। এছাড়াও সেই প্রেমঘন একান্ত মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাবীবকে 'উদনু হাবীবী' অর্থাৎ- 'নিকটে হও বন্ধু' বলে সাত লক্ষ বার আহ্বান করেছেন বলে তথ্য রয়েছে এ পারাতেই। সে সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা স্নেহময়ী জননীকে দেখতে পেয়েছিলেন প্রতিটি মনযিলে। এমনি অবাক করা হাজারো তথ্য এখানে বিদ্যমান।

(১১) ফী তাহ্লীলিহী ওয়া তাসবীহিহী (তাঁর তাসবীহ ও তাহলীল) ঃ

আগেই বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী বলেই প্রিয় নবীর নাম 'আহমদ'। এ পারায় তাঁর সর্বোচ্চ প্রশংসাকারী অর্থে সেই 'আহমদ' নামের সাথে সম্পর্কিত হয়ে প্রায় পঞ্চাশ বারের মত উচ্চারিত হয়েছে তাহ্লীল তথা মহান স্রষ্টার একত্ববাদ। সাথে প্রতি বারই বর্ণিত হয়েছে 'সাল্লি' ও সাল্লিম' দরূদ। যেমন- وهى احمد- عين احمد- الين احمد- غسن احمد- غصن احمد

শব্দ বৈচিত্রের অনবদ্য ও উচ্চাঙ্গ রীতিতে পাঠকের কল্পনার ক্যানভাসে বারে বারে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে প্রিয় নবীর নূরানী অবয়ব জুড়ে অপূর্ব নূরের লীলা। দরূদের প্রারম্ভে প্রিয় নবীকে অভিহিত করা হয়েছে صاحب تهليل الرحمن তথা তাহলীল ওয়ালা বা খোদার একত্ববাদের ধারক হিসেবে। এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত হয়েছে 'তাসবীহ'ও। আল্লাহ্র গুণবাচক নাম তথা আসমায়ে হুসনার অলংকার দিয়ে গাঁথা হয়েছে সেই 'তাসবীহ্'র মালা। অর্থাৎ- মহান প্রভূর সেই পবিত্রতা, যা নামাযের রুকু সিজদাতেও পাঠ করতে উম্মতকে তা'লীম দিয়েছেন আল্লাহ্র হাবীব। তাস্বীহ্'র বর্ণনা

শুরু করতে একটি প্রার্থনা সংযোজিত হয়েছে, যা তাসবীহ্ পাঠের দীক্ষা দাতা হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উসীলা বা মাধ্যম করে 'রুকুর তাস্‌বীহ' যোগে রচিত। যেমন-

وبمحمد صلى الله عليه وسلم واله توسلت وباو لياتك لا اله الله سبحان ربى العظيم-

ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়া আ-লিহী তাওয়াসসালতু ওয়াবিআউলিয়াইকা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।

আল্লাহর হাবীব শুধু নিজেই সর্বোচ্চ 'তাসবীহ-জ্ঞাপক' নন, বরং তিনি নবুয়তের হাতে নিয়ে তাসবীহ পড়িয়েছেন জড়পাথরকে, এমনকি খাদ্যদ্রব্যকেও। তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আরশে ইলাহীর সহস্র যবান রয়েছে, যা দিয়ে তা সহস্র ভাষা ও পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে থাকে। তিনি আরো জানিয়েছেন কোন্ আসমানের ফেরেশতা কোন ভাষায় তাস্‌বীহ পড়েন। এ তাসবীহ্ই তাঁদের জন্য আহার্য স্বরূপ। এ অভিনব, দূর্লভ তথ্যাদি এ পারাতে বিদ্যমান। অজস্র ধারায় পরিবেশিত এ তাসবীহ ও তাহ্‌লীল একজন সাধকের অমূল্য পাথেয় হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ سبح اسم ربك الاعلى (সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা) অর্থাৎ- "আপনার মহান প্রভূর নামের তাসবীহ (পবিত্রতা জপ) করুন।" আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাস্তবায়ন তাঁর হাবীবের মাধ্যমে কত বিচিত্রতায় যে পূর্ণতা পেয়েছে এ পারা অধ্যয়নে তা কিছুটা হলেও উপলব্ধিতে আসবে। এ পারার শেষ দিকে আরো সংযোজিত হয়েছে ছন্দোবদ্ধ দুটি দীর্ঘ মুনাজাত, যা পাঠে উদ্বেলিত হয় অনুগ্রহ প্রত্যাশী প্রতিটি মুমিনের হৃদয়।

(১২) ফী হিলমিহী ওয়া হুলমিহী (তাঁর সহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে) :

ধৈয্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, ধীরস্থিরতা- এসব বলিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বিশেষ গুণাবলী, যা নবী রাসূলদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআলা যে 'হালীম' বা পরম সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য ও ধৈর্য্যের মালিক, তাঁর হাবীবকেও তিনি সেই গুণের অধিকারী করেছেন। এ পারায় প্রিয় নবীর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও পরম সহিষ্ণুতার দিক উদ্ভাসিত করে তাঁর প্রতি দরূদের পরিবেশনা

মনোমুগ্ধকর বটে। সুচনায় দুটি আয়াতের অংশ বিশেষ এবং প্রথম দরূদ শরীফ সে দিকেই ইংগিত দিচ্ছে।

قال الله تعالى ان الله لعليم حليم وقال الله تعالى انه كان حليما غفورا اللهم صل على سيدنا محمد الذى فيه حلم عظيم-

ক্বালাল্লাল্লাহু তাআলা ইন্নাল্লাহা লা আলীমুন হালীম ওয়া ক্বালাল্লাহু তাআলা ইন্নাহু কানা হালিমান গাফুরা।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী ফীহি হিলমুন আযীম।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ধীরস্থিরতা ও পরম সহিষ্ণুতার অধিকারী। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র উপর দরূদ, যাঁর মাঝে রয়েছে বিশাল গাম্ভীর্য ও অবিচল স্থিরতা।

পরবর্তী প্রসঙ্গ অবতারণায় আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার আশাজ্জ আসরীর নবীর দরবারে উপস্থিতি সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত, যেখানে দলপতির গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন মর্মে নবীজি ইরশাদ বিবৃত। যথা-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اشج ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتودة الخ-

ফাক্বা-লা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইয়া আশাজ্জু ইন্না ফীকা লাখাস্‌লাতাইনি ইউহিব্বুহুমাল্লাহু আল্‌হিলমু ওয়াত তাওয়াদ্দাতু।

আল্লাহ্‌র রাসূল ইরশাদ করেন, হে আশাজ্জ, নিঃসন্দেহে তোমার মাঝে এমন দুটি স্বভাব-গুণ বিদ্যমান, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা পছন্দ করেন। একটি ধীরস্থিরতা ও অপরটি গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ।

এ পারায় যুগপৎ রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র স্বপ্ন বিষয়ক বর্ণনা। নবীদের স্বপ্ন মোবারক 'ওহী' বা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। এজন্য স্বপ্নাবিষ্ট হওয়ায় হযরত ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌সালাম) নিজ পুত্র কুরবানী দিয়েছিলেন। নবী ভিন্ন অন্য কারো স্বপ্নাদেশ বাস্ত বায়নের বাধ্যবাধকতা নেই। ওহী যে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত হতো, তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'রূইয়া সালেহা' বা নেক স্বপ্ন। নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা সত্তর ভাগের এক ভাগ বলা

হয়েছে। নবুয়ত'র অধিকারীর সাথে সম্পর্কের তারতম্যের ভিত্তিতে বর্ণনার এ ভিন্নতা প্রযোজ্য। স্বপ্নব্যাখ্যাসম্বলিত হাদীসসমূহ এ পারাতে দরূদের সাথে সাথে সমন্বিত। সু-স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দৃষ্টে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশিত সম্বলিত হাদীসও এ পারায় বিদ্যমান। এ জন্য এতে কিছু বাড়তি রসাস্বাদনের যোগাযোগতো আছেই।

(১৩) ফি দু'আইহী ওয়ালতিজা-ইহী (তাঁর দুআ ও প্রার্থনা) ঃ

ادعونی استجب لکم (উদউনী আস্‌তাজিব লাকুম) অর্থাৎ- "তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি প্রার্থনা পূরণ করবো।" আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষিত প্রার্থনার নির্দেশ সম্বলিত এ আয়াত দিয়ে সূচিত ত্রয়োদশ পারাটি। প্রিয় নবীর প্রার্থনা মাত্রই গৃহীত। প্রথম দরূদটিই সে তথ্য দিয়ে সাজানো। যথা-

اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد الذی صعد کفیه حین کف السحاب فما صوبهما حتی جاش کل میزاب-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী সোয়াআদা কাফফাইহি হীনা কুফফাস সাহাবু ফামা সাওয়াবাহুমা হাত্তা জা-শা কুল্লু মীযাব"।

হে আল্লাহ্! আমাদের মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি দরূদ হোক, যিনি মোবারক হস্তদ্বয় অনাবৃষ্টির মওসুমে উত্তোলন করেছিলেন, আর ওই পবিত্র দু'টি হাত নেমে আসার আগেই (মুষলধারে বৃষ্টিতে) প্রতিটি নালা নর্দমা (পানিতে) উপচে পড়েছিল। ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদীসকে সামনে রেখে রচনা করেন-

جن کو سوئے آسماں پہلا کے جل تھل بھر دیا- صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے

জিনকো সুয়ে আসমাঁ প্যহ্‌লাকে জলথল ভর দিয়া,
সাদকা উন হাথোঁকা পেয়ারে হামকো ভী দরকারহে

যে দুটি হাত মোবারক আকাশের দিকে তুলে অথৈ জলে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন, সে প্রিয় হাতদ্বয়ের দোহাই আমাদেরও যে প্রয়োজন। নবীয়ে আরবীর প্রার্থনা কেমন ছিল, ভাষার কী ছিল আকুতি, তাঁর আবেদন

নিবেদন'র প্রকাশভঙ্গি ও তা কী পরিমাণ মকবুল বা গৃহীত হয়েছিল-এমন বর্ণনায় সমৃদ্ধ এ পারার দরূদ সমূহ।

(১৪) ফী কালিহী ওয়া মকা-লিহী (তাঁর মধুর বাণী ও অমৃত বচন) :

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی (ওয়ামা ইয়ান্‌তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ্‌য়ুঁই ইউহা) "তিনি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত নিজ মনগড়া কোন কথা বলেন না।" কুরআনের এ আয়াতকে ভাষান্তর করেই যেন আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম আহমদ রেযা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) প্রিয় নবীকে সালাম জানান,

وہ دہان جن کی ہر بات وحی خدا- چشمۂ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام-

উঅহ্ দাহান জিনকী হার বাত ওহীয়ে খোদা,
চশমায়ে ইলম ও হেকমাত পেহ্ লাখোঁ সালাম।

(সেই পবিত্র মুখ, যার প্রতিটি কথাই ওহী তথা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। ইলম ও হেকমত'র সেই উৎসের প্রতি লাখো সালাম।)

এ পারায় আল্লাহ্‌র রাসূলের অনন্য সাধারণ মধুর বাণী, তাঁর স্বর্গীয় অমৃত বচন সম্পর্কে দরূদের আদল গঠনে খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এ আয়াতটিকে শুরুতে নির্বাচন করেছেন। এর আগে বলা হয়েছে, "তিনি (রাসূল) পবিত্র সহীফা সমূহ তেলাওয়াত করেন।" এভাবে নূর নবীজির বাণীর পবিত্রতাকে পবিত্রধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ছোট্ট পরিসরে একটি দরূদ এখানে দেখানো যায়,

اللهم صل علی سیدنا محمد القائل افة الدین الهوی-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল কা-ইলি আ-ফাতুদ্‌দ্বীনি আল হাওয়াউ।)

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ্, দরূদ সাইয়িদুনা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)-এর উপর যিনি এ উক্তিকারী, 'দ্বীনের ধ্বংস হচ্ছে প্রবৃত্তি বশতঃ কথা।' বুঝা যায়, তিনি হাওয়া বা নফস তাড়িত কোন শব্দ উচ্চারণ করেন না। যে মধুর বচনে বিগলিত হতো জানের দুশমনেরাও সেই প্রিয়

মুখের বুলি দিয়ে এ পারার দরূদ সমূহের গঠণ তৈরী। ফলতঃ এ পারায় পাওয়া যাবে অজস্র হাদীসে কাওলী বা বচনধর্মী হাদীস। এখান থেকে একটি হাদীসে কাওলীর নমুনা-

اللهم صل على سيدنا محمد القائل اذكر كم الله فى اهل بيتى-

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল কা-ইলি উযাকিরুকুমুল্লাহা ফী আহ্‌লি বাইতী)

হে আল্লাহ্, আমাদের মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর সালাত নাযিল করুন, যিনি এ বাণীর উক্তিকারী, "আমি তোমাদেরকে আমার 'আহলে বায়ত' (পরিবারভূক্ত বা আওলাদ)'র ব্যাপারে আল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" এভাবে উভয় জাগতিক কল্যাণ নির্দেশক অসংখ্য হাদীস এ পারার বৈশিষ্ট্য।

(১৫) ফী নুবুওয়াতিহী ওয়া রিসালাতিহী (তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত) ঃ

যে পরিচয়টি আল্লাহ্‌র অতুলনীয় এ সৃষ্টিকে দ্বিতীয় সকল সৃষ্টি থেকে অসাধারণ ও আলাদা পরিচয়ে 'একক' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে, তা হচ্ছে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি রাসূল হন, তার সাথে কারো তুলনা হয় না। তুলনা চলে না। কেউ করতে চাইলে ধরেই নিতে হবে সে 'নবী-রাসূল'র অর্থ বুঝেনি। আল্লাহ্‌র ঘোষণা-

ماكان محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين-

মা কা-না মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন।)

"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী।" (৩৩ঃ৪০) রাসূল কেউ নিজ ইচ্ছায় হতে পারে না। মানুষের নির্বাচনেও এটা সম্ভব নয়। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিরূপে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রেরিত হন। মর্ত্যের মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছায় নবুওয়াত ও রিসালাতের কোন ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। আল্লাহ্‌র প থেকেই হয় তাঁদের আগমন, এজন্য প্রথমে যে আয়াত উক্ত হয়েছে তাতে এ তথ্যই পরিবেশিত,

وقال الله تعالى ولما جاء هم رسول من عندالله-

(ওয়াক্বালাল্লাহু তাআলা ওয়ালাম্মা জা-আহুম রাসূলুম মিন ইনদিল্লাহি) তাঁদের কাছে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'রাসূল' আগমন করেন।

এ পারায় নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কিত বর্ণনা বিস্তৃতি হওয়ার প্রাক্কালে বিশেষভাবে যেটা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো এ ধারার ৪১টি আয়াত একাধারে খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একত্রিত করেছেন পবিত্র কুরআনে মাজীদ থেকে, যে গুলোতে রাসূলদের মধ্যেও মর্যাদায় আমাদের নবীর শ্রেষ্ঠ হওয়া, নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্য, রিসালাতের উদ্দেশ্য, তাঁদের প্রতি উম্মতের আনুগত্যের আবশ্যকতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসায় তাঁদের প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য নির্দেশসমূহ বিধৃত। এটা এ পারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বটে।

যে দরূদ শরীফ দিয়ে দরূদমালার সূচনা করা হয়েছে সেটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যেমন-

اللهم صل على سيدنا محمد الذى كلمه الصبى يوم ولا لله وشهد بنبوته ورسلته-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী কাল্লামাহুস সাবিয়্যু ইয়াওমা বিলাদাতিহী ওয়া শাহিদা বিনুবুওয়াতিহী ওয়া রিসালাতিহী।

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্, আমাদের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রতি সালাত জ্ঞাপন করুন, যাঁর সাথে নবজাত শিশু জন্মের দিনই কথোপকথন করেছে এবং তাঁর নবুয়াত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। বস্তুত এটা এমন রিসালাত যার সাক্ষ্য দিয়েছে জড় পাথর, গাছ, বৃক্ষ। যাঁর সত্যতা স্বীকার করতে মুশরিকদের মূর্তিগুলো পর্যন্ত উপুড় হয়ে প্রণতি জানিয়েছিল। তাঁর সেই রিসালাতের ব্যপ্তি মানব সমাজের গন্ডি ছাড়িয়ে, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতাসহ উর্ধলোক পর্যন্ত এমনকি আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টিতক বিস্তৃত। এ বিষয়াদি নিয়ে দরূদের শব্দমালা মূর্ত হয়ে উঠেছে এ পারায়। প্রিয় নবীর রিসালাত এতটাই প্রবল যে, অপরাপর নবী রাসূলগণও তাঁর মাধ্যমে উপকৃত। এ জাতীয় বক্তব্যসহ একটি দরূদ শরীফ-

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسيلة ادم والخليل وواسطة موسى ونوح الجليل-
وممد عيسى وداؤد خليفتك الجميل-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসিলাতি আদামা ওয়াল খালীল
ওয়া ওয়াসিতাতি মূসা ওয়া নূহিনিল জালীল
ওয়া মুমিদ্দি ঈসা ওয়া দাউদা খালীফাতিকাল জামীল।
অর্থাৎ- তিনি আদম ও ইব্রাহীম (আলাইহিমাস সালাম) এর ওয়াসীলা, মূসা ও নূহ (আলাইহিমাস সালাম) এর পক্ষে দোহাই, ঈসা ও দাউদ (আলাইহিমুস সালাম) এর প্রতি কল্যাণবাহী। এখানে অনুপ্রাসধর্মী আরবী কাব্যের ক্লাসিক রীতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়, যা সমগ্র কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র মুক্তোরাজির মতো।

(১৬) ফী আযমাতিহী ওয়া ইযযাতিহী ঃ (তাঁর মহত্ব ও সম্মান সম্পর্কে) ঃ

এ পারায় প্রিয় নবীর মহত্ব, সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, ইত্যাদির বিবরণ বহু রেওয়ায়াতসহ উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি উর্ধলোকে আল্লাহ্র হাবীবের কত উঁচু মকাম স্বীকৃত, একটি মাত্র দরূদ শরীফের উদারহণ দিলেই তার ব্যপ্তি অনুভব করা যাবে।

اللهم صل على سيدنا محمد الذى سرى وقد بالغت الملئكة فى تعظيمه واعزازه واستلا مه-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী সারা ওয়া কাদ বালাগাতিল মালাইকাতু ফী তা'যীমিহী ওয়া ই'যা-যিহী ওয়াত্তিলামিহী।"

এখানে মেরাজের মেহমানকে যথাযোগ্য অভিবাদন, সম্মান ও প্রণতি জানাতে ফেরেশতাদের উপস্থিতির কথা বিধৃত।

(১৭) ফী শাফা-আতিহী ওয়া ওয়াসীলাতিহী (তাঁর সুপারিশ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির যোগসূত্রিতা) ঃ

প্রিয় নবীর সুপারিশ ও ওয়াসীলা- কুরআন-হাদীস স্বীকৃত এ মহা সত্যকে অনেকে পাশ কাটাতে চায়। এ-অধ্যায়ে মহান রচয়িতা বিষয়টির প্রামাণ্য উপস্থাপনা পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে যে আয়াতটি অস্বীকারকারীরা নিজেদের দলীল মনে করে থাকে, শাফায়াতের সপক্ষে সেটাকেই দলীল হিসেবে গ্রহণপূর্বক তিনি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আয়াতটি হলো "মানযাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী" এমনি

শাফায়াত সংক্রান্ত আরো সাতটি আয়াত দিয়ে সূচিত হয়েছে এ অংশ। দরূদের প্রারম্ভে ও প্রিয় নবীর সুপারিশ'র ক্ষমতাকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-

اللهم صل على سيدنا محمد الذى جعله الله للانام شفيعا شافعا مشفعا-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী জাআলাহুল্লাহু লিল আনামি শাফী আন শা-ফিআম মুশাফ্ফাআন।

প্রিয় নবীকে দরূদ শরীফের মধ্যে ওয়াসীলা বা মাধ্যম হিসেবেই আখ্যায়িত করার একটি নমুনা,

اللهم صل على سيدنا محمد الوسلية فى كل الامور للكل وبارك عليه وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আলআওয়াসীলাতি ফী কুল্লি উমু-রি লিল কুল্লি ওয়া বারিক আলাইহি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়াসাহ্বিহী ওয়া আত্বাইহী আজমাঈন।

এখানে তাঁকে সর্ব বিষয়ের ওয়াসীলা বা কার্যকারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

(১৮) ফী ক্বাদরিহী ওয়া ইকতিদা-রিহী (তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান ও অবস্থানগত প্রভাব) :

এ পারার বর্ণনা সূচিত হয়েছে প্রিয়নবীর একটি হাদীসে কুদসী দ্বারা। প্রিয় নবীর মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে এ পারার একটি দরূদ শরীফ উদ্ধৃত করা যায়, যাতে শিরোনাম সম্পর্কে পাঠক সচকিত হতে পারেন।

اللهم صل على سيدنا محمد قدر حبك اياه وقدر لااله الله وقدر عزته عليك وقدر رغبته فيما لديك-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ক্বাদরা হুব্বিকা ইয়্যাহু ওয়া ক্বাদরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া কাদরা ইয্যাতিহী আলাইকা ওয়া কাদ্রা রাগবাতিহী ফীমা লাদাইকা।

এখানে দরূদের পরিমাণ বা মর্যাদার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যতখানি ভালবাসা তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি, যত মর্যাদা তাঁর নিজ একত্ববাদের, যতখানি সম্মান ও অনুরাগ তাঁর প্রতি আপন হাবীবের। তাঁর পরিমাপ

যেমন অনুমেয় নয়, প্রিয় নবীর শান-মান, মর্যাদা ও তেমনি অনুমানের বাইরে।

(১৯) ফী আ-য়াতিহী ওয়া বিশারাতিহী (তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণাদি ও সুসংবাদসমূহ):

প্রিয়নবীকে আল্লাহ্ তাআলা অসংখ্য অগণিত মু'জিযার অধিকারী করে পাঠিয়েছেন। যার আদ্যান্ত খোদার কুদরাতেরই অলৌকিক নিদর্শনাদি বলা যায়। এ পারায় এ সংক্রান্ত বর্ণনা ঠাঁই পেয়েছে। এ পারার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি প্রিয়নবীর নির্দেশনাগুলো পবিত্র কুরআনের আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন। 'ক্বালাল্লাহু তা'আলা ফী হাবীবিহী' বলে প্রায় ২২ পৃষ্ঠারও অধিক সেই আয়াত সমূহ সংকলিত, যা প্রিয়নবীর রিসালাত, শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিকত্বের প্রমাণ করতে নাযিল হয়েছিল। প্রথমেই যে আয়াত দিয়ে এ তাক লাগানো ধারাবাহিকতার সূচনা,

هوالذى ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لروف الرحيم-

"হুয়াল্লাযী ইউনাযযিলু আলা আবদিহী আয়াতিম বায়্যিনাতিল লিয়ুখরিজাকুম মিনায যুলুমাতি ইলান্নুর, ওয়া ইন্নাল্লাহা বিকুম লারাউফুর রাহীম।"

অর্থাৎ- তিনি তাঁর হাবীবের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নাযিল করেছেন। যাতে তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

বাস্তবিকই কুদরতের নিদর্শন হয়ে প্রিয়নবীর শুভাগমন বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহই বটে এবং এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী হতে পারে?

(২০) ফী হুব্বিহী ওয়া মাহবুবিয়্যাতিহী ঃ (তাঁর প্রেম এবং প্রেমাস্পদ হওয়ার স্বরূপ):

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীবকে কত ভালবাসেন তা নিরূপন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার তিনিও আপন স্রষ্টার কাছে কী পরিমাণ নিবেদিত, কে বলতে পারে? উভয়ের পারস্পরিক মুহাব্বতের নিবিড়তা

ইঙ্গিত করে খাজা চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি মুহব্বত সংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে সে প্রসঙ্গের সূচনা করেছেন,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله-

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্র মুহাব্বত পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তবে তিনি তোমাদেরও ভালবাসা দেবেন।"

প্রেমাস্পদের নড়া চড়াও প্রেমিক প্রভূর কাছে অতি আদরের। তাই প্রেমাস্পদের অনুসরণ করতে নির্দেশ হয়েছে। প্রথম দরূদটিই বলে দেয় যে, এ প্রেমাস্পদের স্বরূপ ও সে প্রেমের গভীরতার কথা। গভীরতা পরিমাপের নয়, অনুভব করার। যেমন- প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি না মেপেও আমরা নিঃসন্দেহে বলি প্রশান্ত মহাসাগরের মতই গভীর! দরূদটি দেখা যাক।

اللهم صل على سيدنا محمد الذى ما احببت احدا الا بتوسط حبك اياه فانه المحبوب المرضى المقصود-

দরূদের মাধ্যমে প্রেমময় প্রভুকে বলা হয়েছে, আপনি তাঁর প্রেমের যোগসুত্রিতা ছাড়া কাউকেই ভালবাসেননি। কারণ তিনি এমনিই প্রেমাস্পদ, যাঁর উপর আপনি সন্তুষ্ট, যিনি আপনার প্রত্যাশিত।

(২১) ফী ইলমিহী ওয়া ইলমি গাইবিহী (তাঁর প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য জ্ঞান) :

গ্রন্থ প্রণেতা হুযুর খাজা চৌহ্রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গ্রন্থের নামকরণেই হুযুরে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে 'আকলুল উকুল' নামে অভিহিত করেন। কাজেই তাঁর জ্ঞান- প্রজ্ঞা ও ও অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থকারের আক্বীদা-বিশ্বাস কী, তা সহজেই অনুমেয়। যত জ্ঞান গরিমা, বোধ-শক্তি সৃষ্টিকুলের সমগ্রটা জুড়ে পাওয়া যাবে সমস্ত বোধ শক্তিরই বোধি হচ্ছেন আল্লাহ্র নবী। এ পারাতে বিশেষভাবে নবুওয়াতের তাজেদার, আকায়ে নামদার'র জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত হয়েছে।

শুরুতে তিনি যাহেরী বাতেনী লদুনী (ঐশী) ইলম ও ইলহাম থেকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে কিছু ইলম প্রার্থনা করেছেন, যা পরিপূর্ণ, উপকারী ও প্রবাহমান। এটা যে কুবল হয়েছে তার প্রমাণ দিবালোকের মত। কারণ

ঘরে ঘরে চর্চিত হচ্ছে আজ তাঁরই ইলমের অমীয় ধারা। প্রথম দরূদের মধ্যে প্রিয় নবীকে প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ 'আকল' অভিধায় স্মরণ করা হয়েছে। যেমন-

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب العقل الاول الاكمل والعلم بالاعمل الافضل-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সা-হিবিল আকলিল আউয়ালিল আকমালি ওয়াল ইলমি বিল আ'মালি আল আজদ্বালি।"

এভাবে তার অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে এনেছেন প্রচুর রিওয়ায়েত। প্রথমেই তাঁর সাহাবাদের যাঁরা ইন্তেকাল করবেন, তাঁরা কীভাবে কোন অবস্থায় ওফাতপ্রাপ্ত হবেন, তারও সংবাদসহ হাদীস দিয়ে নবীর অদৃশ্য জ্ঞান বর্ণনার সূত্রপাত করেছেন।

(২২) ফী মু'জিযা-তিহী ও খাওয়ারিকা-তিহী (তাঁর মু'যিজা ও অলৌকিকত্ব):

এ পারায় আল্লাহ্ নবীর অলৌকিকত্বের বিবরণ শুরু করতে তাঁর কলবে পাকে আল্লাহ্ নূরের মোহর অংকিত হওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

اللهم صل على سيدنا محمد الذى ختم الله قلبه بخاتم من نور-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী খাতামাহু কালবাহু বি খাতামিন মিন নূরিন।"

প্রিয় নবীর কথাতো অনেক উর্ধে, তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি থেকে প্রায় দুই সহস্রাধিক লোকের আরোগ্য লাভের ঘটনাসহ দ্বিতীয় একটি দরূদেই চার চারটি ঐতিহাসিক মু'জিযার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বাকী তিনটি যেমন- (১) অযুর পানির সংস্পর্শে দুর্বাঘাস উৎপন্ন, (২) পদতলে পাথর নরম হয়ে যাওয়া এবং (৩) উম্মে মা'বাদের ছাগীর শুষ্কস্তনে পবিত্র হাতের স্পর্শে দুধের বান ডাকা ইত্যাদি। একটি দুরূদে যদি একাধিক মু'জিযা ও অলৌকিত্বের প্রকাশ থাকে, তবে বাকী বিবরণ কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(২৩) ফী দাওয়াতিহী বি তাওয়াসসুলি সালাওয়াতিহী (তাঁর দাওয়াত ও দরূদের ওয়াসীলা):

একজন বান্দার ইহজাগতিক ও পারলৌকিক যত প্রার্থনা হতে পারে তার সবগুলি প্রিয় নবীর দরূদ'র ওয়াসীলায় কবুল হয়। এ আক্বীদার প্রস্ফুটনে তিনি এ পারা বিন্যস্ত করেছেন। তাছাড়া এ পারায় উচ্চাঙ্গের আরবী শব্দালংকার অবাক হওয়ার মত। আরবী ভাষা নিজেই যেন এগুলো নিয়ে গর্ব করতে পারে। খোদায়ী শক্তির বিচ্ছুরণ এমনিই হয়ে থাকে। দরূদের প্রারম্ভিকতা এরকম-

اللهم صل على سيدنا محمد صلواة تقبل بها دعائنا-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তাকবালু বিহা দুআ-আনা।"

আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার অব্যর্থ মাধ্যম প্রিয় নবীর দরূদ শরীফ। এ পারায় সেটা যথার্থ প্রতিভাত হয়েছে।

(২৫) ফী আওয়ামিরিহী ওয়া নাওয়াহীহি (তাঁর আদেশ-নিষেধ) ঃ

ভালমন্দের যুগপৎ অবস্থানে এ পৃথিবী সাজানো। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন-এ লক্ষ্যেই মানব সভ্যতার আইন প্রণয়ন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বারণকারী মুমিন বান্দাগণই আল্লাহ্র অনুগৃহীত-এ বক্তব্যবহ আয়াতের মাধ্যমে সূচিত এ পারায় উপস্থাপিত হয়েছে যে, মানবতার সংরক্ষণে আবির্ভূত মুক্তির দূত হুযূর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বাঙ্গীনভাবে সফল একজন সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারী; মূলতঃ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনিই পরিচালক, তিনিই এ মিশনের প্রবক্তা। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ "রাসূল তোমাদের যা দেবেন, তোমরা তাই গ্রহণ করো, যা থেকে বারণ করবেন, তা থেকে বিরত থাকো।" এ নির্দেশ সম্বলিত আয়াতগুলো দিয়ে এ পারার উপক্রমণিকা সুসজ্জিত। বস্তুত অভ্রান্ত নির্দেশতো তিনিই দিতে পারেন। কাজেই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার পূর্ণ হকদারও তিনিই। এ পারায় বর্ণিত একটি দরূদ শরীফের উদাহরণ,

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المطاع فى الامر والنهى

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল মুতায়ি ফিল আমরি ওয়ান নাহ্‌য়ি।"

অর্থাৎ- আদেশ নিষেধের প্রেক্ষিতে যাঁকে মানতে হয়, তাঁর উপর দরূদ।

(২৫) ফী শুহ্‌দিহী ওয়া মাশহুদিহী (শুণ্ডে ব্যক্তে তাঁর উপস্থিতি) ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে, বহু গুপ্ত রহস্যের খনি এ গ্রন্থটি। ইলমে মারেফাত ও তাসাউফের এক অপ্রকাশিত ভান্ডার। তাসাউফ ও ইলমে মা'রেফাতেরই পরিভাষাগত শব্দদ্বয় এ পারার শিরোনাম হিসেবে এসেছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাছাড়া এর যথাযথ সংজ্ঞা ও পরিচিতি জ্ঞাপন আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি অভিনব প্রার্থনা দ্বারা পারাটির সূচনা করেছেন। যেমন-

الهى احى روحى بحياة ابدية ومتع سرى بسرك فى الحضرة الشهودية والمشهودية بالمعارف الربانية واطلق لسانى بالعلوم الدنية-

"ইলাহী, আহয়ি রূহী বিহায়া-তিন আবাদিয়্যাতিন ওয়া মাত্তি' সিররী বিসিররিকা ফিল হাদ্বারাতিশ শুহুদিয়্যাতি ওয়াল মাশহুদিয়্যাতি বিল মায়ারিফির রাব্বানিয়্যাতি ওয়া আত্‌লিক লিসানী বিল উলুমিল লাদুনিয়্যাতি।"

এখানে অবিনশ্বর রূহের অনন্ত জীবন, স্বীয় গুপ্ত রহস্যের ব্যাপকতায় খোদায়ী কারিশমার অতিরিক্ত যোজনা, রব্বানী বা ঐশী মা'রেফাত দ্বারা 'শুহদ-মাশহুদ'র ব্যপ্তিতে নিমজ্জমান হওয়া এবং নিজ রসনায় শুধু লদুনী ইলমের প্রবাহ কামনা কেমন যেন শিহরণ জাগানো। প্রেমের অতলান্তে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ সর্বাবস্থায় পারস্পরিক দর্শনই অনুভব করে থাকে- এটাই এ অধ্যায়ের মূল তত্ত্ব। স্বাক্ষ্য দেয়া স্বাক্ষ্য প্রদত্ত হওয়া, চাক্ষুষ করা, অনুভূত হওয়া, ইত্যকার বহু তত্ত্ব এখানে ভিড় করে। প্রিয় নবীকে আল্লা তায়ালা 'শাহেদ' বলেছেন। সূরা বুরুজের মধ্যে 'শাহেদ ও মাশহুদ'র শপথ ধ্বনিত। এ শব্দগুলোর সাথে মুশাহাদা'র সম্বন্ধ রয়েছে, যা

মোরাকাবা শব্দের সমার্থক। এ রূপ অজস্র তত্ত্বের সম্ভার হয়ে পারাটি দেদীপ্যমান। একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে,

اللهم صل وسلم على شهيد صلواة تشهدنا بها شهودنا فى مشا هدة عرفان وحدة الله وانت على كل شئ شهيد بشهادتك وشهادة رسولك-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা শহীদিন সালাতান তুশহিদুনা বিহা শুহুদানা ফী মুশাহাদাতি ইরফা-নি ওয়াহদাতিল্লাহি ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন শাহীদ বিশাহাদাতিকা ওয়া শাহাদাতি রাসূলিকা।"

(২৬) ফী খুলুকিহী ওয়া আখলাকিহী (তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য) ঃ

যে চরিত্রের পবিত্রতা ও উচ্চ মহিমা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের ভাষায় উচ্চকিত হয়েছে সেই "লা আলা খুলুকিন আযীম" আয়াতের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে এ খণ্ড। যে মহান চরিত্র পবিত্র কুরআনেরই রূপায়ন বা প্রতিরূপ বলা হয়েছে। কুরআনে মাজীদের দর্পণ হয়ে প্রতিভাত রাসূলের চরিত্র- মহিমা অনন্য, অতুলনীয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি চরিত্র মাধুর্যের পূর্ণতা বিধান করতেই প্রেরিত।" এ অধ্যায়ে প্রিয় নবীর সে অতুলনীয় চরিত্র-মাধুর্য উন্নত বর্ণনাশৈলীতে আরো শাণিত হয়েছে পাঠকের হৃদয় কন্দরে। বহু বর্ণনায় পল্লবিত হয়েছে পারাটি। যেমন একটি দরূদ,

اللهم صل على سيدنا محمد الذى قال ان من احبكم الى احسنكم اخلاقا-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী ক্বালা ইন্না মিন আহাব্বিকুম ইলাইয়্যা আহসানুকুম আখলাকান।"

(২৭) ফী কুরবিহী ওয়া ক্বারা-বাতিহী (তাঁর নৈকট্য ও আপনজন) ঃ

নৈকট্য বলতে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে তাঁর হাবীবের কেমন নৈকট্য ছিল তাই বিধেয়। দ্বিতীয় কোন সৃষ্টির সৌভাগ্য হয়নি এতখানি নৈকট্যে পৌছা, যতখানি আল্লাহ্‌র হাবীব পৌছেছিলেন। এমনকি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের পক্ষেও সেখানে গমন করা সম্ভব হয়নি। মহান প্রভূ তাঁকে 'নাজী' বা একান্তে নিরালায় আলাপসঙ্গী করে নৈকট্য দান করেছেন। মে'রাজের একান্ত সাক্ষাতে তিনি 'কাবা কাওসাইন' বা দু'ধনুকের জ্যা পরিমান, এমনকি আরো নিকটতর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এ জাতীয় তত্ত্বসহ

প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে দরূদের সওগাত রচিত হয়েছে এ পারায়। সাথে প্রিয় নবীর নৈকট্য এবং সম্পর্কের গুরুত্ব ও স্থান পেয়েছে এতে। উদ্ধৃতি,

اللهم صل على سيدنا محمد الذى قرب الى قاب قوسين او ادنى اللهم صل على سيدنا محمد الذى قربه الله نجيا- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كريم الاباء والامهات-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী কারুবা ইলা কাবা কাওসাইনি আও আদনা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন আল্লাযী ক্বারাবাহুল্লাহু নাজিয়্যা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন কারীমিল আ'বা-ই ওয়াল উম্মাহাত।"

(২৮) ফী ওয়াসলিহী ওয়া মাঈয়্যাতিহী (তাঁর সম্পৃক্ততা ও সাহচর্য) ঃ

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সেতুবন্ধন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারা মানে স্বয়ং স্রষ্টার সাথে নিবিড় যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া। তাঁর সাহচর্য উম্মতের পরম সৌভাগ্য। সিদ্দীকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সান্নিধ্যে হিজরতের যে রাতটি কাটাতে পেরেছিলেন, তার কথা পবিত্র কুরআনে কারীমেই বিধৃত হয়েছে। এ পারাতে তাঁরই সুরভি বিকশিত হয়েছে। দুটি দরূদ সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হল, যাতে শিরোনামের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট।

اللهم صل على سيدنا محمد عروس وصاله ومعينه واستوى يوم الست بربكم قالوا بلى-

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب ان الله معنا-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী আরুসূ বিসালিহী ওয়া মাঈয়্যিতিহী ওয়াস্তাওয়া ইয়াওমা আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা।"

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাহিবি ইন্নাল্লাহা মাআনা।"

মহান আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর একান্ত সাহচর্যের কথা শুধু যে হিজরতের প্রসঙ্গেই বিবৃত তা নয়, বরং আত্মার সম্মেলনেও তিনি সেই মিলন এবং সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন।

(২৯) ফী লিওয়াই হামদিহী ওয়া মাকামে মাহমুদিহী ঃ

এখানে হুযুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সর্বময় কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক সেই লিওয়াই হাম্‌দ বা প্রশংসার ঝাণ্ডা'র কথা বলা হয়েছে, যার নিচে হাশরের দিন আদমসহ সমস্ত আদম-সন্তান প্রিয় নবীর আশ্রয়ে একত্রিত হবে। আর মাকামে মাহমুদ হচ্ছে তাঁর সুপারিশের মহান ক্ষমতাগত বিশেষ প্রশংসিত মর্যাদা, যা আল্লাহ্ তাআলা আর কাউকে দান করেননি। কুরআন কারীমের সূরা বনী ইসরাইল ও বুখারী শরীফের একাধিক স্থানে মর্যাদার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। হুযুর খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিআল্লাহু আনহু) এ পারাতে প্রিয় নবীর সে অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমে সূরা বনী ইসরাইলের 'মাকামে মাহমুদ'র বর্ণনা সম্বলিত সে আয়াত উপস্থাপন করতঃ এক বিশেষ প্রার্থনা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেছেন,

اللهم احشرنا تحت لواءالحمد مع صاحب مقام المحمود بشفاعته-

"আল্লাহুম্মাহ্‌শুরনা তাহ্‌তা লিওয়া-ইল হাম্‌দি মাআ সা-হিবি মাকামিল মাহ্‌মুদ বিশাফা আতিহী।"

যাতে 'মাকামে মাহমুদ' এর মর্যাদায় অভিষিক্ত প্রিয় নবীর সুপারিশের মাধ্যমে 'লিওয়ায়ে হামদ'র নিচে হাশর কামনা করা হয়েছে।

প্রথম দরূদ শরীফেও সে বিষয়বস্তু প্রতিভাত হয়েছে উজ্জ্বলভাবে। যেমন-

اللهم صل على سيدنا محمد الذى قال لواء الانبياء تحت لوائى صلى الله عليه وسلم مع تمام امته وخلق الله-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী ক্বালা লিওয়াউল আম্বিয়ায়ি আহ্‌তা লিওয়াঈ সাল্লাল্লাহু আলাইয়্যা ওয়াসাল্লামা মাআ তামামি উম্মাতিহী ওয়া খালকিল্লাহি।"

(৩০) ফী খাইরি খালকিহী ওয়া খাইরি উম্মাতিহী (সৃষ্টিতে তাঁর এবং স্বীয় উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব) :

উম্মতের মধ্যে যাঁরা প্রিয় নবীর উপর সর্বান্তকরণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর নির্দেশনা মেনে সৎ কাজ করেছে, পবিত্র সুরআনের ভাষায় তাঁরা 'খাইরুল বারিয়্যাহ্' তথা সৃষ্টির সেরা বা সর্বোত্তম জাতি। আর এ কথা

ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা যে, যাঁর প্রতি ঈমান এবং যাঁর নির্দেশনার আনুগত্যই উত্তম হওয়ার স্বীকৃতি আনে, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ, উত্তমের চাইতেও উত্তম, অতুলনীয় ও অনুপম। সর্বশেষ এ পারার শুরুতে দিব্যজ্ঞানী গ্রন্থকার বর্ণিত তথ্যবহ কুরআনের সেই আয়াত সংকলন করে গ্রন্থনার অবতারণা করেছেন। যেহেতু এ পারায় নবীর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হবে, তাই শুরু থেকে এ পারায় বিশেষভাবে অন্যান্য নবী রাসূলদের নামসহ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। একটানা প্রায় দশ পৃষ্ঠার মত নবী রাসূলদের নাম পড়তে পড়তে পাঠকের সমগ্র অস্তিত্বই যেন সচকিত হয়ে উঠে। এত নাম কোন ঐতিহাসিকও সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আমাদের ধারনা নেই। ঐশী জ্ঞান বলেই কথা। এমনিভাবে আসহাবে বদরসহ অসংখ্য সাহাবীদের নামও এ পারাতে উল্লেখিত হয়েছে ১৪ পৃষ্ঠার অধিকব্যাপী। যদ্দৃষ্টে 'আকল' হয়রান বা হতবাক না হয়ে পারে না। পর্যায়ক্রমে দরূদের ফযীলত, আখেরী উম্মতের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে এ পারায়। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র নামের সাথে বিশেষণ সংযোজিত হয়েছে প্রায় চুরাশিটি। গাউসে পাক সাইয়িদুনা হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র গাউসিয়ত'র বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে তিন পৃষ্ঠারও অধিক। এ পারার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ আরো লক্ষণীয় যে, এখানে খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিআল্লাহু আনহু) একাধিক সিলসিলায় তাঁর নিজস্ব শাজরাও উপস্থাপন করেছেন।

বিপন্ন মানবতার রহমতের ওয়াসীলা :

দরূদ শরীফ নিঃসন্দেহে এমন এক অনন্য নিয়ামত, যা সর্বরোগের মহৌষধ এবং সব সমস্যার ঐশী সমাধান। এ কিতাব তাই বিপন্ন মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত লাভের এক অপরিহার্য ওয়াসীলাহ্ বা মাধ্যম।

বিপদাপদ, মহামারি, ব্যবসায় অবনতি, জাহাজ ডুবি, জটিল-কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়াসহ জাগতিক সমস্যার ফিরিস্তি শেষ হওয়ার নয়। কুরআন শরীফ ও বুখারী শরীফের মত ৩০ পারায় এ কিতাব রচিত হওয়ায় একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, বিপন্ন মানবতার সহায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তিতে খতমে সালাওয়াতুর রাসূল পরশ পাথরের মতোই অব্যর্থ নেয়ামত

ও মহান ওয়াসীলা। এজন্য ঘরে ঘরে তেলাওয়াতের পাশাপাশি এর খতম আদায়ের প্রচলন আজ পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে।

অলৌকিকত্ব ঃ

জাগতিক শক্তির দ্বারা যে সব সমস্যার সমাধান হয় না, এ দরূদ শরীফ খতমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহে তা অচিন্তনীয়ভাবে সমাধান হয়ে যাওয়া এ কিতাবের এক উল্লেখযোগ্য অলৌকিকত্ব বটে। তবে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয়, যা এ কিতাবের প্রধান বিশেষত্ব, তা হল স্বয়ং রচয়িতা। প্রাতিষ্ঠানিক কোন বিদ্যা, শিক্ষা ছাড়াই তাঁর হাতে এমন অতুলনীয় গ্রন্থ রচিত হওয়ার চেয়ে অলৌকিকত্ব আর কী হতে পারে? এ যেন উম্মী নবীর 'মা কানা ওয়ামা ইয়াকুন' এর গায়েবী ইলম'র দারিয়া হতে ডুব দিয়ে আনা এক অপার্থিব জ্ঞানের খনি, অপার রহস্যের ভান্ডার। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ কিতাবের নিয়মিত তেলাওয়াতকে ওয়াযীফা হিসেবে গ্রহণ করা অতীব ফলদায়ক। তাছাড়া অনেক পীরভাইদের বাস্তব জীবনে দেখা গেছে নিয়মিত তেলাওয়াতের মাধ্যমে নিজে খতমে আদায় করতে পারলে তার হজ্বে বাইতুল্লাহ্ ও প্রিয় নবীর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়।

সম্প্রতি আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কর্তৃপক্ষ এ বিশাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কর্মে হাত দিয়েছেন। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে অনেকদিনের কাংখিত ও বহুলপ্রত্যাশিত এ অনুবাদ প্রকাশিত হবে। বিষয়টি বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের জন্য নিঃসন্দেহে এক বিরাট সুখবর।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

পরিশিষ্ট

রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী :

মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রণেতা কুতুবে আলম গাউসে দাওরান, খাজায়ে খাজেগান, খলীফায়ে শাহে জীলান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন লাদুনী ইলমের উৎসরণ, ঐশী জ্ঞান তত্ত্বের গুপ্তভান্ডার, গুপ্ত তথ্যাদির উন্মোচনকারী, শরীয়তের বিদ্যাসাগর, তরীকতের পরমগুরু, ও মান্যবর, হাকীকতের রহস্যাবলীর দিব্য দ্রষ্টা, তাওহীদি মা'রেফাতের ব্যাখ্যা দাতা, অশেষ রূহানী শক্তির অধিকারী, আলেমে রব্বানী, সমকালের অদ্বিতীয় আরেফ, যুগের আসেফ, হেকমতে লুকমানীর ধারক, খোদায়ী রহস্যের সম্প্রচারক, পূর্ববর্তীদের অলংকার, উত্তরসূরীদের অহংকার, সুন্নাতে রাসূলের নমুনা, আসহাবে রাসূলের প্রতিচ্ছবি, সর্বোপরি খোদায়ী আখলাকের অনন্য বিকাশস্থল।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধারায় সম্পৃক্ত হিসেবে তিনি আলভী। 'খিজরী' পিতার সন্তান ও হযরত খিদির (আলাইহিস সালাম)'র ফয়েজে ধন্য হিসেবে তিনিও খিযরী। অলিকুল সম্রাট, বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র তরীকতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তিনি কাদেরী, মাযহাবগতভাবে হানাফী, চৌহর শরীফ পবিত্র জন্মভূমি বিধায় তিনি চৌহ্‌রভী। 'খাজা চৌহ্‌রভী' নামে সমধিক খ্যাত। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদ জেলার হরিপুরস্থ চৌহর শরীফে অভিজাত খান্দানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১২৬২ হিজরী সনের কোন এক শুভক্ষণে ক্ষণজন্মা এ মহামনীষির জন্ম হয়। পিতা হযরত খাজা ফকীর মোহাম্মদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি)ও ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ এক অলিয়ে কামেল, প্রসিদ্ধ এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। যৌবনের এক শুভলগ্নে এ মহান সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হযঃ খিজির (আলাইহিস সালাম)'র দর্শন লাভে ও প্রীতি অর্জনে সক্ষম হন বলে সর্বমহলে তিনি 'খিযরী' নামে পরিচিত হন।

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের এক পরম বিস্ময় হয়ে আছে। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন বলতে মক্তবের বেশি কোথাও তিনি যাননি। না কোন জাগতিক শিক্ষকের কাছে তিনি ধর্ণা দিয়েছেন। তথাপি তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞার গভীরতা বিদগ্ধ মহলকে হতভম্ব করে দেয়।

পৃথিবীতে জ্ঞান রপ্ত হওয়ার দুটি ধারা আছে। (১) অর্জন সাপেক্ষে, (২) খোদা প্রদত্ত। প্রথমোক্ত ধারায় প্রতিষ্ঠান বা গুরুর কাছে অধ্যয়ন অপরিহার্য। জাগতিক নিয়মে এটাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। অপর ধারায় এ জাতীয় মাধ্যমের মুখাপেক্ষিতা নেই। এ ধারায়ও দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। (১) ওহী ও (২) ইলহাম। প্রথমোক্তটি বিশেষভাবে নবীদের জন্য সংরক্ষিত। অপরটি খোদায়ী তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত অলী বুযুর্গরা হাসিল করে থাকেন। হযরত খাজা চৌহরভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন থেকে মুক্ত ছিলেন বলে নিজেকে 'উম্মী' বলতেন। নবীর উম্মীয়ত'র যোগ্য উত্তরসূরী ও ফয়েজধন্য হিসেবে খাজা চৌহরভী ছিলেন অনন্য বিস্ময়। তাঁর দিব্যজ্ঞানের জলন্ত স্বাক্ষর এ মজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রণয়ন। এছাড়া মানতিক বা তর্কশাস্ত্রের এক সুক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন নিয়ে বিচলিত জনৈক আলেমকে তিনি অতি সহজেই প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্বক যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত করেছিলেন। এতে যে কেউ মানতে বাধ্য হবে যে, প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান ছাড়াও অনেক তত্ত্বজ্ঞানী জগতের বুকে বিদ্যমান। আর এ নির্ভূল, অভ্রান্ত এবং পরিপূর্ণ। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন নিঃসন্দেহে ইলমে লাদুনীর অধিকারী জগৎজোড়া এক মহা জ্ঞানজ্যোতিষ্ক।

মাত্র আট বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এমনিতে তিনি ছিলেন মাতৃগর্ভজাত ওলী, তদুপরি পিতা খিজরীও তাঁকে অলৌকিক শক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে যান। তা তাঁর বিখ্যাত উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, 'বেটা, এক খাপে দুটি তলোয়ার রাখা যায় না।" (অর্থাৎ- আধ্যাত্মিক উত্তরণে তুমি যথেষ্ট সম্ভাবনার অধিকারী হয়েছে,

সুতরাং আমার অবস্থানের আর আবশ্যকতা নেই)। এর পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

পিতার ইন্তেকালের অতি অল্প বয়সেই শুরু হয় খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র কঠিন রিয়াযত বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রাণান্ত সাধনা। অবতীর্ণ হলেন 'চিল্লা সাধনা'য়। প্রতিবেশীর দ্বারা একটি পাত্র পাশে রাখতেন। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সে পাত্রে রক্ত বমি করতে শুরু করলেন। সেই রক্তের সাথে পার্থিব আকর্ষণ, পাশবিক প্রবৃত্তিজনিত অশুচি এবং দৈহিক ওজন ও স্থূলতাকে বের করে দিলেন। রক্ত শেষে পর্যায়ক্রমে বমিতে শুধু পানিই দেখা যাচ্ছিল। এ সময় পানাহার বন্ধ রাখলেন। ক্রমে এ কঠিন চিল্লায় চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। এমনিতে বয়সের স্বল্পতায় তিনি ছিলেন নিষ্পাপ বালক। তদুপরি এহেন রিয়াযতে তিনি আলোর জগতে উদ্ভাসিত হয়ে অপরিমেয় রূহানী শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেন।

এর পর শরীরে কিছুটা স্বাভাবিকতা আসার পরে উচ্চতর সাধনার পথে গুরুর সন্ধানে বের হলেন। 'সোয়াত' নামক স্থানে তখন আল্লাহ্‌র এক মহান ওলী অবস্থান করতেন। যিনি হযরত 'আখুন শাহ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত আখুন শাহের পূর্ণ নাম মাওলানা আখুন্দ আবদুল গফুর কাদেরী (১৭৭০-১৮৭৭)। তাঁর দরবারে অগণিত ভক্ত- অনুরক্তের প্রচণ্ড ভীড় লেগেই থাকত। খাজা চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে এ বুজুর্গের সাক্ষাতে গেলেন। ভীড়ের কারণে সঙ্গীসাথীরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে চাইলে অলৌকিকভাবে হযরত আখুন শাহ নিজেই তাঁকে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। সাক্ষাতে ফয়েজ দানের পর জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখতে পাচ্ছেন?" তিনি উত্তর দিলেন "আমার চিল্লা সাধনার ঘরটাই দেখছি।" এবার তিনি জানালেন, আপনার অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। আপনার পীর, মুর্শিদ (আধ্যাত্মিক গুরু) আপনার হুজরায় গিয়েই আপনাকে বায়আত (দীক্ষা দান) করবেন। কিছুদিন পর দেখা গেল, ঠিকই কাশ্মীরের মহান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হযরত ইয়াকুব শাহ্ গিনছাতরী নিজেই চৌহর শরীফে এসে খাজা চৌহ্‌রভীর সন্ধান করে তাঁকে মুরীদ (শিষ্যত্ব দান) করেন। পরবর্তীতে স্বীয় রূহানী সন্তান চৌহ্‌রভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফত প্রদানে আপন স্থলাভিষিক্ত

করে দেন। এভাবে তিনি বেলায়ত ও গাউসিয়তের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি সুন্নাতে রাসূলেরই প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এমনকি হাদীসে পাকের কিতাব অধ্যয়নকালে তিনি যেই মাত্র দেখতে পান যে, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) নিজ মোবারক হাতে মসজিদের চাটাই সেলাই করেছিলেন। তৎক্ষনাৎ কিতাব বন্ধ করেই মসজিদের চাটাই সেলাইয়ে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে সেই সুন্নাতটি পূর্ণ করে নেন। বেলায়তে উযমা ও গাউসিয়তে কুবরা'র উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর। আয়েশ- বিলাসবর্জিত জীবনযাত্রা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। জানা যায়, তাঁর বাসগৃহ ছিল কাঁচা ও ভগ্নদেয়াল। বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকত। বাটীস্থ সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে তিনি নিজে সে পানি বাইরে ফেলতেন। আত্ম প্রচার বিমূখ এ সাধক দু'টি বিষয় থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। (এক) কাশফ, (দুই) জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর বাসনা। তথাপিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর জীবনে ঘটে যায় অনেক কারামত (অলৌকিক কর্মকান্ড)'র প্রকাশ। যেমন হজ্বব্রত পালনকালে জনৈক আলেম'র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়া, একজন ঘুমকাতুরে লোকের ঘুম বৃক্ষের কাছে আমানত দিয়ে তাঁর মাধ্যমে মদীনা শরীফের জনাকয়েক ব্যক্তির উপঢৌকন পৌছানোর দায়িত্ব সম্পাদন, যমানার গাউস সম্পর্কিত জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বাড়ীর সম্মুখস্থ তুত গাছের দিকে ইঙ্গিতে গাছটির শেকড় সমেত তাঁর দিকে এগিয়ে আসাসহ অসংখ্য কারামত তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়। তাঁর কারামতের স্বাক্ষী হয়ে চৌহ্‌র শরীফের জান্নাতী গলির নাম এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তবে তিনি 'জযবাত' ও 'জালালিয়ত' থেকে মুক্ত ছিলেন। রবুবিয়ত' ও 'রহমানিয়ত'-এর প্রভাবযুক্ত ছিল তাঁর বেলায়ত।

নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ না করলেও সারা জীবন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন কৃতিত্বের সাথে। দ্বীনি ইলম ও তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মুহাব্বত ছিল অগাধ। ১৩২৮ হিজরী সালে হরিপুরে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্‌রাসায়ে ইসলামিয়া মুহাম্মদিয়া। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানটি দারুল

উলুম ইসলামিয়া রহমানিয়া নামে বহুল পরিচিত হয়ে সঠিক ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারে ঈর্ষণীয় অবদান রেখে যাচ্ছে। জীবদ্দশাতেই তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে বিরাট লঙ্গরখানা চালু করেন। শিক্ষার্থীদের সেবার প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। একবার মুষলধারে বৃষ্টিতে খানকাহ্ শরীফ থেকে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত সে লঙ্গরে ছাত্রদের জন্য নিজ হাতে রুটি ও তরকারী নিয়ে যাবার সময় খাদে পড়ে গিয়েছিলেন। বৃষ্টির পানির স্রোতে রুটিগুলো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধায় ছাত্ররা কষ্টপাবে ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়েই তিনি এ কষ্টসাধ্য প্রয়াস নিয়েছিলেন। অগণিত মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাতে তিনি খুলে দিয়েছিলেন জগতজোড়া এক পাঠশালা। যাঁর নাম 'মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গবেষণার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তাঁর বিশাল এ রচনা সম্ভার। ত্রিশ পারা দরূদ রচনা করে প্রমাণ রেখে গেলেন তিনি শিক্ষাবঞ্চিত নন। বরং ইলমে লদুনী'র এক জ্বলন্ত স্মারক অনাগত প্রজন্মের সামনে তিনি তুলে ধরলেন। অন্য দিকে প্রমাণিত হল তিনি যুগের ওয়ায়েস করণী, যমানার আসেফ, খিযরী জ্ঞানের এক অভাবনীয় উৎস। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এতোবড় কীর্তি তিনি স্থাপন করলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। নিভৃতচারী এ সাধক তাঁর কালজয়ী এ অপূর্ব সৃজনশীলতার কথা গোপন রেখে দিয়েছেন। যেদিন পৃথিবী অবাক চোখে তাঁর এ কীর্তি অবলোকন করল, সেদিন গ্রন্থপ্রণেতা আর নেই। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হওয়ার সময় তিনি লুকিয়ে গেলেন। মানুষকে প্রশ্ন করারও সুযোগ দিলেন না, "আপনি এতোবড় কাজ কী করে সমাধা করলেন? অতি মহান পূণ্যাত্মাজনেরা এভাবেই আত্মগোপন করেন। প্রচারবিমূখতার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁর আধ্যাত্মিক পাঠশালায় তৈরী হয়েছেন ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার প্রতিষ্ঠাতা তাঁরই প্রধান খলীফা কুতুবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি আল-কাদেরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'র মত জগতজোড়া আধ্যাত্মিকতার মহান দিকপাল। শরীয়ত-তরীকতের দীক্ষায় তিনি অসংখ্য আল্লাহ্র বান্দাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন সরল সঠিক পথে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা (মায়ানমার), আফগানিস্তান, কাশ্মীরসহ আরব- অনারবে অগণিত ভক্ত-

মুরীদানকে তিনি রূহানী ফয়েয দানে ধন্য করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। অবশেষে ১৩৪২ সালের ১ যিলহজ্ব মোতাবেক ৫ জুলাই ১৯২৪ খৃস্টাব্দ শনিবার বাদ মাগরিব অপরিমেয় দ্বীনি অবদান রেখে তিনি পরলোকে পাড়ি জমান। রেখে যান অগণিত ভক্ত-মুরীদ ও যোগ্য খলীফাগণ। নশ্বর জগত ছেড়ে অবিনশ্বরগামী আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেকগুণ। তাঁদের দর্শন ও আদর্শের চর্চার পাশাপাশি মানুষের প্রতি তাঁদের ফয়ূযাত (কল্যাণ বারি)'র ধারা থাকে অব্যাহত। রূহানী ফয়ূযাত ছাড়াও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের শাশ্বত স্মারক মজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কৃতিত্ব তো আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেই যাচ্ছি।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

پیر کامل صاحب تاسیر خواجہ چوہروی
عالم علم لدنی پیر خواجہ چوہروی
علم کیا سکھے کسی سے عاشق عشق نبی
علم والے تیرے دامن گیر خواجہ چوہروی
اس جہاں میں جان کر گم نام بن کر تو رہا
مجموعہ میں ہے شرح تحریر خواجہ چوہروی
تیری یاد پاک ہے مجموعہ صلوات رسول
ہے تیرا یہ فیض عالم گیر خواجہ چوہروی
غوث اعظم کا خلیفہ صاحب عشق نبی
کیوں نہ ہو تیری نسبت دلگیر خواجہ چوہروی
ہر دم و ہر وقت میں ناچیز سے ہے یہ دعا
ہو زیارت کی کوئی تدبیر خواجہ چوہروی

পীরে কামেল ছাহেবে তা-সীর খাজা চৌহরভী,
আলেমে ইলমে লদুনী পীরে খাজা চৌহরভী ॥
ইল্‌ম কেয়া সীকহে কিসীসে আশিকে ইশ্‌কে নবী,
ইল্‌মওয়ালে তেরে দামানগীরে খাজা চৌহ্‌রভী ॥
ইস্‌জাহাঁমে জান কর গুমনাম বনকর তু রাহা,
মজমুআমে হ্যায় শর্‌হে তাহরীর খাজা চৌহ্‌রভী ॥
তেরী ইয়াদ পাক হ্যায় মজমুওআ সালাওয়াতে রাসূল,
হ্যায় তেরা ইয়ে ফয়যে আলমগীর খাজা চৌহ্‌রভী ॥
গাউসে আ'যমকা খলীফা ছাহেবে ইশ্‌কে নবী,
কেঁউ নাহো তেরী নিসবৎ দিলগীর খাজা চৌহ্‌রভী ॥
হারদম ও হার ওয়াক্তমে না চীয সে হ্যায় ইয়ে দু'আ,
হো যিয়ারত কী কোয়ী তদবীর খাজা চৌহ্‌রভী ॥
(শাজরা শরীফ থেকে উৎকলিত)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

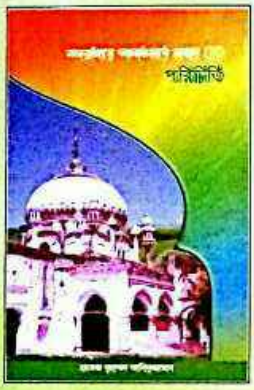

গ্রন্থকারের অন্যান্য প্রকাশনা:

- শানে কারবালা
- কালামে রেযা
- সালামে রেযা প্রসঙ্গ (প্রকাশিতব্য)
- ক্বাসীদায়ে গাউসিয়া : কাব্যানুবাদ ও অনুষঙ্গ (প্রকাশিতব্য)